CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 November 2021 ■ আগরতলা ২৯ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ১২ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সেমিফাইন্যালে বিজেপির জয়জয়কার পুর ও নগর ভোটে বিরোধীরা ছন্নছাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বিলোনীয়া/ খোয়াই/ ধর্মনগর/ তেলিয়ামুড়া/ কৈলাসহর।। ২৮ নভেম্বর।। পুর ও নগর ভোটের গণনা হল রবিবার। আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের সব পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে গিয়েছে। পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে বিরোধীরা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে। সমস্ত সংস্থায় উড়েছে বিজেপির পতাকা। বলা যায়, একাধিপত্য কায়েম হয়েছে শাসক দল বিজেপির। আজ ভোটের ফলাফল ঘোষণা শুরু হতেই সেই ছবি স্পষ্ট হচ্ছিল। এই নির্বাচনকে ২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনের সেমিফাইন্যাল হিসাবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। তাই এই সেমিফাইল্যালে বিজেপির জয়জয়কার। অন্যদিকে, বিরোধীরা ছন্নছাড়া অবস্থায়।

অবশ্য এই প্রথম পুর নির্বাচনে খাতা খুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথা। আমবাসা পুর পরিষদে তৃণমূল ও তিপ্রা মথা একটি করে ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে। সিপিএম সর্বস্ব খুইয়ে সারা রাজ্যে মাত্র তিনটি ওয়ার্ড দখল করতে পেরেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, একটি আসনেও শতবর্ষ প্রাচীন ওই দল জয়ী হতে পারেনি।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, পুর নিগমে ৫১টি ওয়ার্ডের মধ্যে সবকটি আসনেই বিজেপি জয়ী হয়েছে। শুধুমাত্র পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত, কৈলাসহর পুর পরিষদ এবং আমবাসা পুর পরিষদে সিপিএম একটি করে ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে।

আগরতলা পুরনিগমের পাশাপাশি রাজ্যের ধর্মনগর পুরপরিষদ, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত, কৈলাসহর পুরপরিষদ, কুমারঘাট পুরপরিষদ, আমবাসা পুরপরিষদ, খোয়াই পুরপরিষদ, তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদ, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত, মেলাঘর পুরপরিষদ, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত, বিলোনীয়া পুরপরিষদ ও সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচনেও ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করেছে। আজ সকাল ৮টা থেকে সংশ্লিষ্ট ভোট গণনা কেন্দ্রে ভোট গণনা শুরু হয়। পুর নির্বাচনের সংশ্লিষ্ট পুরপরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের রিটার্নিং অফিসারদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে ধর্মনগর পুরপরিষদের মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ২৫টি। ২৪টি আসনে গত ২৫ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১টি ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ধর্মনগর পুরপরিষদের যে ২৪টি ওয়ার্ডে নির্বাচন হয়েছিলো তার সবকটিতেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ জয়ী হয়েছেন। পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ১৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ ১২টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন। ১টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ ১ নম্বর ওয়ার্ড ও ৩ থেকে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন। ২ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী।

কৈলাসহর পুরপরিষদের ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৬টি ওয়ার্ডেই জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ। কৈলাসহর পুরপরিষদের ১টি ওয়ার্ডে সিপিআই(এম) প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। কৈলাসহর পুরপরিষদের ১ থেকে ৫ নম্বর ওয়ার্ড ও ৬ থেকে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী। কুমারঘাট পুরপরিষদের ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে সবকটি ওয়ার্ডেই জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ।

আমবাসা পুরপরিষদের ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটাররা যোগ্য জবাব দিয়েছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আজ এক ঐতিহাসিক জয়ের সাক্ষী রইল ত্রিপুরা। যাঁরা ত্রিপুরার ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন, পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে বিজেপিকে জয়ী করে তাঁদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন রাজ্যবাসী। আজ নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজ রবিবার এখানে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহাকে পাশে বসিয়ে নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের পুণ্যভূমির যাঁরা ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন, আজ তাঁদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন ত্রিপুরাবাসী। ভোটের ফলাফলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রথমবার গঠিত হচ্ছে বিরোধী শূণ্য পুর নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে খাতা খুলতে পারলেন না বিরোধীরা। ৫১টি ওয়ার্ডে সবকটিতেই বিজেপি জয়ী হয়েছে। গত নির্বাচনে বামেরা একাই দখল করেছিল ৪৫টি ওয়ার্ড। এবার তাঁদের ঝুলিতে পরে রইল শূন্য। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আগরতলা পুর নির্বাচনে এবারই প্রথম বিরোধী-শূন্য পরিষদ গঠন হতে চলেছে। এই বিপর্যয় স্বাভাবিকভাবেই বিজেপিকে অনেকটা অক্সিজেন দেবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।এ বছর পুর নিগম নির্বাচনে বিজেপি বাদে তৃণমূল কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস সহ অন্যান্য দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। ৫১টি ওয়ার্ডে বিজেপি বাদে শুধু তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিতে পেরেছিল। কিন্তু নিগম দখলে ব্যর্থ হয়েছেন বিরোধীরা। ভোটের হারে কিছু কিছু ওয়ার্ডে বিরোধী ভোট বিজেপির থেকে বেশি ঠিকই, কিন্তু এই ভোট বিভাজন বিজেপির জন্য লাভদায়ক প্রমাণিত হবে, তা ভোটের আগেই চর্চা হয়েছিল।

ভোটের হার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পুর নিগমে বিজেপি ৫৭.৩৮ শতাংশ, তৃণমূল কংগ্রেস ২০.১৩ শতাংশ এবং বামফ্রন্ট ১৭.৯৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বাকি ভোট কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের ঝুলিতে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ৫১টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু বামেরা নিগমের সবকটি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিতে পারেনি। এমন-কি কংগ্রেসও সব ওয়ার্ডে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এদিকে, আগরতলা পুরনিগমের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ পুরনিগমের ৫১টি ওয়ার্ডেই জয়ী হয়েছেন। গত ২৫ নভেম্বর আগরতলা পুরনিগমের ৫১টি ওয়ার্ডে ভোটগ্রহণ করা হয়েছিলো। আজ সকাল ৮টা থেকে উমাকান্ত একাডেমিতে ৫১টি ওয়ার্ডের ভোটগণনা শুরু হয়। আগরতলা পুরনিগমের ৫১টি ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আগরতলা পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মিত্রা রাণী দাস (মজমদার)। তিনি পেয়েছেন ২,৫০০টি ভোট। ২ নম্বর ওয়ার্ডে বিজয়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণনা কেন্দ্রের বাইরে বিজেপির উল্লাস

আগরতলা উমাকান্ত স্কুলে ভোট গণনা কেন্দ্রে পাশে রাস্তায় অপেক্ষমান বিজেপি কর্মীরা প্রার্থীদের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করছেন। ছবি নিজস্ব।

মমতার দর্প চূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের খাতা খুলল। তবে আগরতলা পুর নিগমে নয়। ধলাই জেলার আমবাসা পুর পরিষদের একটি আসনে তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। যে স্বপ্ন নিয়ে মমতার দল ত্রিপুরা চষে বেড়িয়েছে তাতে রাজনৈতিক মহলের দাবি মমতার দর্প চূর্ণ হয়েছে। রাজ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ দলীয় কমিটি গঠন করতে পারেনি এই দল। ঝাকে ঝাকে বাংলা থেকে নেতারা এখানে এসে লম্ফঝম্ফ করেছেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষে বন্দ্যোপাধ্যায় চার্টার্ড বিমান ভাড়া করে উড়ে এসে হম্বিতম্বি করে গিয়েছেন। দফায় দফায় আশ্বাস দিয়েছে দলীয় কমিটি গঠন করা হবে। কিন্তু, স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেই থেমে গেল তৃণমূল। শাসক দলের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনে বাজার গরম করে ভোটের আবহাওয়াকে তপ্ত করে তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সংগঠনহীন দল যে মাটির সাথেই হামাগুড়ি দিচ্ছে তা এবারের পুর ও নগর ভোটে প্রমাণ মিলল।

ত্রিপুরায় নিঃশব্দ বিপ্লব হল না। তাই, পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনের ফলাফলে ভোটের হার দেখেই ২০২৩-এর স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের মেয়র নিয়ে মন্থন শুরু, সম্ভাবনা দীপক মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আগরতলা পুর নিগমের ৫১টি আসনের মধ্যে সবগুলিই বিজেপির দখলে চলে যায়। পূর্বে এই সংস্থাটি বামফ্রন্টের দখলে ছিল। এখন বিজেপির। রাজধানী আগরতলা শহর সহ বিস্তির্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত এই পুর নিগমের মেয়র মনোনয়ন নিয়ে জোর আলোচনা চলছে রাজনৈতিক মহলে।

দীপক মজুমদার

সূত্রের দাবি, মেয়র পদের জন্য দুজনের নাম উঠে এসেছে। একজন দীপক মজুমদার এবং অপরজন ডঃ অলক ভট্টাচার্য্য। তবে পাল্লা ভাড়ি আছে দীপক মজুমদারের দিকেই। তিনি কংগ্রেস জমানাতে পুর পরিষদের চেয়ারম্যান পদে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন পুর পরিষদ নিগমে রূপান্তরিত হয়েছে। এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের ৫১ জন জয়ী বিজেপি প্রার্থী আজ যাবেন মাতাবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আগরতলা পুর নিগমসহ সমস্ত পৌর পরিষদ ও নগর নিগমের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যাশীদের জয়ে পার্টি নেতৃত্ব সর্বস্তরের মতদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

পার্টির নব নির্বাচিত সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের জনগণের পাশে থেকে উন্নয়ণমূলক কর্মসূচীর রূপরেখা দ্রুত চূড়ান্ত করতে পার্টি প্রদেশ সভাপতি নির্দেশ দিয়েছেন। জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বার্তায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসা, কৈলাসহর ও পানিসাগরে একটি করে আসন সিপিএমের ঝুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আগরতলা পুর নিগম এবং অন্যান্য পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের ব্যাপক হারে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে। মাত্র তিনটি আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত, কৈলাসহর পুর পরিষদ এবং আমবাসা পুর পরিষদে সিপিএম একটি করে ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে।

এদিকে, পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বামফ্রন্ট। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। অভূতপূর্ব সন্ত্রাস, নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশের সচেতন ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রশাসনিক সুযোগকে ব্যবহার করে শাসক বিজেপি দল নগর সংস্থার নির্বাচনকে পুরোপুরি প্রহসনে পরিনত করেছে। এটা পরিস্কার হয়ে গেল বিজেপি-র শাসনে গনতন্ত্রের উপর, নির্বাচন ও জনগনের ভোটের অধিকারের উপর যে আক্রমন অব্যাহত রয়েছে তা থেকে ত্রিপুরাকে বের করে আনতে এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থনৈতিক দাবী আদায়ে শান্তিকামী এবং গনতন্ত্রপ্রিয় জনগণকে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে সংগ্রামের ময়দানে আগামীদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস ওয়াশ আউট খাতা খুলল তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। এই প্রথম পুর নির্বাচনে খাতা খুলেছে জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথা। আমবাসা পুর পরিষদে তিপ্রা মথা একটি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, একটি আসনেও শতবর্ষ প্রাচীন ওই দল জয়ী হতে পারেনি। পুর নিগমে কংগ্রেস একটি আসনেও জয় নিশ্চিত করতে পারল না।

আগরতলা পুর পরিষদ নির্বাচনের ঠিক আগ মুহুর্তে কংগ্রেসের সভাপতি বদল করা হয়েছে। বীরজিৎ সিনহা দলের ব্যাটন হাতে নিয়ে দৌড়ঝাপ শুরু করেছিলেন। উত্তর জেলায় দলের সংগঠন কিছুটা মজবুত ছিল। কিন্তু, সেখানেও ফলাফল ভাল হয়নি। শতবর্ষ প্রাচীন এই দলটি দিনেদিনেই ক্ষয়িষ্ণু। পুর ও নগর ভোটের আগে দলের একটি অংশ অন্য দল গঠন করে চলে গিয়েছে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। কংগ্রেসের এই ভরাডুবি দলের প্রবীণ কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছেন।অন্যদিকে, জনজাতি ভিত্তিক দল তিপ্রা মথা এবার প্রথমবারের মতো পুর ও নগর ভোটে লড়াই করেছে। আমবাসা পুর পরিষদে একটি আসনে জয়ী হয়েছে তিপ্রা মথার প্রার্থী।

পুর ও নগরে আধিপত্য বিজেপির, ভোটের নিরিখে সিপিএম দ্বিতীয়, তৃণমূল তৃতীয় স্থানে, কংগ্রেস নেমে দুই শতাংশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় সাঙ্গ হল পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন। ফলাফলে বিজেপির বিরাট জয়ে বিরোধীরা কার্যত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে। ত্রিপুরায় রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরোধী শিবিরে এত বড় বিপর্যয় অতীতে কখনও দেখেননি রাজ্যবাসী। স্বাভাবিক ভাবেই এই ফলাফল ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসকদল বিজেপিকে অনকে রসদ যোগাবে, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। ১১২টি আসনে আগেই বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে রয়েছে। আজ ২২২টি আসনে বিজেপি ২১৭টি আসনে জয় হাসিল করেছে। সার্বিক জয়ের হার ৯৮.৫০ শতাংশ। আজ তিনটি পুর ও নগর সংস্থা বাদে সবকটিতে বিজেপি ১০০ শতাংশ জয়ী হয়েছে। ফলাফলের নিরিখে সিপিএম দ্বিতীয় এবং তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয় স্থানে রয়েছে। কংগ্রেস দুই শতাংশে নেমে এসেছে।

পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে বিজেপি উদয়পুর, শান্তিরবাজার, মোহনপুর, রানিরবাজার, কমলপুর এবং বিশালগড় পুর ও নগর সংস্থায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। এছাড়া, খোয়াই ৭-টি আসনে, জিরানিয়ায় ১০টি আসনে, ধর্মনগরে ১-টি আসনে এবং মেলাঘরে ২-টি আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। আজ মোট ২২২টি আসনে নির্বাচনের গণনা হয়েছে। তাতে বিজেপি ২১৭টি আসনে জয়ী হয়েছে, জয়ের হার ৯৭.৪ শতাংশ। সব মিলিয়ে ৩৩৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৩২৯টি আসনে জয় হাসিল করেছে, জয়ের হার ৯৮.৫০ শতাংশ।

ফলাফলের সার্বিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, একমাত্র আমবাসা পুর পরিষদে বিজেপির তুলনামূলক খারাপ ফলাফল হয়েছে। কারণ সেখানে বিজেপি ১৫টি আসনের মধ্যে ১২টি আসনে জয়ী হতে পেরেছে। বাকি তিনটি আসনে সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস এবং তিপ্রা মথা একটি করে আসনে জয়ী হয়েছে। এছাড়া পানিসাগর ও কৈলাসহরে বিজেপি একটি করে আসনে পরাজিত হয়েছে। তবে, পুর নিগমে ৫১টি আসনে সবকটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

নির্বাচনী ফলাফলে ভোটের হারে বিজেপি ৫৯.০১ শতাংশ, বামফ্রন্ট ১৯.৬৫ শতাংশ, তৃণমূল কংগ্রেস ১৬.৩৯ শতাংশ, কংগ্রেস ২.০৭ শতাংশ, অন্যান্য ০.১৭ শতাংশ, নির্দল ০.৯৯ শতাংশ এবং নোটা ১.৭২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে বামেরা ৯৪ শতাংশ আসনে জয়ী হয়েছিলেন। আগরতলা পুর নিগমে ৪৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৫টি ওয়ার্ডে বামেরা জয়ী হয়েছিলেন। এছাড়া ১২টি পুর পরিষদ এবং ৬-টি নগর পঞ্চায়েতেও বামেরাই দখল করেছিলেন। সব মিলিয়ে ৩১০টি আসনে ২৯১টি আসনে বামফ্রন্ট, ১৩টি আসনে কংগ্রেস এবং ৪টি আসনে বিজেপি জয়লাভ করেছিল। কিন্তু এ বছর বামেরা প্রায় ধুলিস্যাত হয়ে গেছেন।

পুর ও নগর ভোটের বিস্তারিত ফলাফল পাঁচের পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৫৩ ▫ ২৯ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫১২ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

উন্নত পরিষেবাই প্রত্যাশা

আগরতলা পুরনিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দল বিজেপির প্রার্থীদের বিপুল জয় হইয়াছে। জয় অবশ্য প্রত্যাশিতই ছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভোট ভাগাভাগি এর ফলে জয় পুরোপুরি নিশ্চিত হইয়াছে। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ভোট ভাগাভাগি না হইলে শাসক দল বিজেপি কে হাসিল করিতে অনেকটাই পাইতে হইতো তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। শাসক দল নির্বাচনের আগেই জয়নি অপ্রত্যাশিত থাকিলেও কোনভাবেই যাহাতে বিরোধীরা একটি আসন দখল করিতে না পারে সেজন্য শাসকদলের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। এর জন্য শাসকদল নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। অনাকাঙ্ক্ষিত যেসব কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা মোটেই সুখকর নয়। গণতন্ত্র প্রিয় জনগণ এই ধরনের প্রয়াস কোনভাবে মানিয়ে নিতে পারিবেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ তাদের পবিত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন সেটাই সাংবিধানিক অধিকার। ইহাতে কোন ধরনের ব্যাঘাত ঘটিলে জনগণ কিন্তু ভবিষ্যতে ক্ষমা করিবেন না। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিলে ইহার পরিনাম ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর হইতে পারে। কারণ মনে রাখিতে হইবে এক মাঘে শীত যায়না, মাঘের পর মাঘ আসে। সে যাই হোক, আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত গুলি জনগণ শাসকগোষ্ঠীর হাতেই অর্পণ করিয়াছেন। কেন্দ্র এবং রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার চলিতেছে। ডবল ইঞ্জিনের উপর ভর করিয়া পুরো ও নগর এলাকার উন্নয়নে জনগণ উপকৃত হইবে বলিয়াই আশাবাদী।সেই প্রত্যাশা নিয়াই পুর এবং নগর এলাকার জনগণ দুহাত ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছেন। নির্বাচনের আগে শাসকদল জনগণকে বহু প্রত্যাশা পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু সেইসব প্রত্যাশা পূরণের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। সেই প্রত্যাশা পূরণের উপর নির্ভর করিবে ভবিষ্যৎ। পুরভোটে বিজেপি যে বিপুল জয় পাইয়াছে তাহাকে পুঁজি করিয়া জনকল্যাণে উদারভাবে কাজ করিতে হইবে।ইহাতে কোন ধরনের বিঘ্ন ঘটিলে জবাবদিহি করিতে হইবে।

পুরভোটে বিজেপির জয়লাভের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করিয়াছেন বিজেপির জয়ে রাজ্যে আনন্দ-উল্লাস হইল কারো যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয় তাহা নিশ্চিত করা হইবে। আমাদের রাজ্যের একটা সুনির্দিষ্ট কৃষ্টি-সংস্কৃতি রহিয়াছে। সেই কৃষ্টি-সংস্কৃতি যাহাতে কোনোভাবেই বিনষ্ট হইতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জনগণ যাহাদের কাঁধে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহাদের আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভূলিয়া জনকল্যাণে কাজ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে জনকল্যাণ হইল সবচেয়ে বড় কল্যাণকর কাজ। যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া রাজনীতি করেন কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন। জনকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া যাহারা নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের আরো বেশি করিয়া শামিল করা।সাধু সাবধান! মনে রাখিতে হইবে ২০২৩ সালের নির্বাচনশাসক বিরোধী উভয় পক্ষের কাছে আত্ম মর্যাদার লড়াই হইয়া উঠিবে। সেই দিনের অপেক্ষায় রহিয়াছেন রাজ্যের কোন দেবতারা।পুর নিগম, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের জয় উন্নয়নের জন্য উৎসর্গঃ হোক সেটাই একমাত্র প্রত্যাশা।

মন কি বাত: প্রধান সেবক হিসেবে দেশের সেবায় থাকতে চাই

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স) : ক্ষমতায় নয়, তবে মানুষের সেবা করাই তাঁর লক্ষ্য। আমার কাছে এই পদ প্রধান সেবকের। শুধু ক্ষমতার জন্য নয়, সেবার জন্য। এমনভাবেই রবিবার জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার প্রধানমন্ত্রী মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এর ৮৩তম পর্বে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগী রাজেশ কুমার প্রজাপতির সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন, কীভাবে আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্ড তাকে তার হৃদরোগের জন্য সময়মত এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা পেতে সাহায্য করেছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজেশ কুমার প্রজাপতি তার দীর্ঘায়ু কামনা করে বলেন, আপনিও যেন দীর্ঘায়ু হন যে আপনি সর্বদা ক্ষমতায় থাকবেন এবং আমাদের পরিবারের সদস্যরাও আপনাকে নিয়ে এত খুশি, আপনাকে কী বলব।
এর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাজেশ জি, আপনি চান না আমি ক্ষমতায় থাকি, আমি আজও ক্ষমতায় নেই এবং ভবিষ্যতেও ক্ষমতায় যেতে চাই না। আমি শুধু সেবায় থাকতে চাই। আমার জন্য এই পদ প্রধানসেবকের। এসব কিছুই শুধু ক্ষমতার জন্য নয় ভাই, এগুলো সেবার জন্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আয়ুষ্মান ভারত-এর মতো যে প্রকল্পগুলি আমরা তৈরি করি এবং প্রকাশ করি তা সমাজের কল্যাণের জন্য। তিনি বলেন, এটা আমার রাজনীতির মাধ্যম নয়, দেশ সেবা। তিনি আরও বলেন, আমি আরও বেশি সংখ্যক লোককে এগিয়ে আসতে উতাহিত করতে চাই যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে সুবিধা পেতে পারে। তিনি বলেন, তিনি এটিকে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিলেন, যাদের এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপিকে অভিনন্দন-শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা

আগরতলা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : আজ এক ঐতিহাসিক জয়ের সাক্ষী রইল ত্রিপুরা। যাঁরা ত্রিপুরার ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন, পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে বিজেপিকে জয়ী করে তাঁদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন রাজ্যবাসী। আজ নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।
আজ রবিবার এখানে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহাকে পাশে বসিয়ে নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের পুণ্যভূমির যাঁরা ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন, আজ তাঁদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন ত্রিপুরাবাসী। ভোটের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রয়েছেন। তাই, বিজেপিকে ৯৮.৫০ শতাংশ আসনে জয়যুক্ত করে ত্রিপুরাবাসী উপহার দিয়েছেন।
তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরাকে বদনাম করার চেষ্টায় যাঁরা কোমর কষে ময়দানে নেমেছিলেন, তাঁরা দেখুক কৈলাসহর অথবা সোনামুড়ায় সংখ্যালঘু এলাকায়ও মানুষ উন্নয়নের পক্ষে আস্থা প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, গত কয়েকদিন ধরে ত্রিপুরাকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিজেপির জয়ের পেছনে ত্রিপুরার ঐতিহ্যগত এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য অন্যতম কারণ। সাথে তিনি যোগ করেন, কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তৈরি মঞ্চই বিজেপিকে জয়ের স্বাদ পেতে সাহায্য করেছে। এদিকে, পুর নির্বাচনে বিরাট সাফল্যের জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপিকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২২২টি আসনে বিজেপি একাই ২১৭ আসনে জয়ী হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ভ্যাকসিনের সংকট

বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী

সার্স কোভ-২ ভাইরাস দ্বারা দুনিয়া জুড়ে ২০২০ সাল থেকে অতিমারী শুরু হয়েছে, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রায় ২৩.৩৫ কোটি লোক কোভিড-১৯ রোগে সংক্রমিত হয়েছেও ৪৭.৭৮ লাখ লোক এই রোগে মারা গেছে। কোভিড-১৯ সারা বিশ্বের নানা দেশে শুধুমাত্র সংক্রমণ ও মৃত্যুর কারণ তো বটেই, তাছাড়া মানুষের জীবনে আরও আনেক বিপর্যয় ডেকে আনছে, যেমন- সামাজিক, মনস্তাত্বিক শিক্ষাক্ষেত্র, আর্থিক এমন অনেক কিছু। এখনও যে রুদ্ররূপ দেখা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য বিজ্ঞানীর নিরলস চেষ্টায় মাত্র এক বছরের মধ্যে গত ডিসেম্বর ২০২০ প্রয়োজনীয় টীকা তৈরি করা গেছে। এত অল্প সময়ে আগে কোন টিকা আবিষ্কার করা যায়নি। এখনো পর্যন্ত কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা দিতে পারে বিজ্ঞানীদের দ্বার আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন বা টিকা। বাস্তবে টিকাকরণ সব দেশে সমানভাবে হচ্ছে না। উচ্চ আয় ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোর ক্ষেত্রে টিকাকরণের পরিসংখ্যানগত পার্থক্য সুস্পষ্ট সারা পৃথিবীর ১৯৩ টিদেশে প্রায় ৭৯০ কোটি লোকের বাস। জন প্রতি মানুষের গড় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীকে চারটি অংশে ভাগ করা যায়। উচ্চ আয়, উচ্চ মধ্য আয়, নিন্ন-মধ্য আয়, ও নিম্ন আয়ভূক্ত দেশ। এদের শ্রেণিবিন্যাস করা যায় এমনভাবে। উচ্চ আয় (৭৬টি) গড় আয় ৯.৪১ লক্ষ টাকা এর বেশি। জনসংখ্যা (শতাংশের হারে) ১৪ শতাংশ উচ্চমধ্য আয় (১২টি) গড় আয় ৩.০৪-৯.৪১ লক্ষ টাকা। জনসংখ্যা (শতাংশের হারে) ৯ শতাংশ।
নিম্নমধ্য আয় (১৩টি) গড় আয় ০.৭৮-৩.০৪ লক্ষ টাকা। জনসংখ্যা (শতাংশের হারে) ২৮শতাংশ। নিম্ন আয়ভুক্ত (৯১টি) গড় আয় ০.৭৮ লক্ষ টাকার নীচে। জনসংখ্যা (শতাংশের হারে) ৪৯ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১) সারা বিশ্বের মোট ৬৩০ কোটি ভ্যাকসিন ডোজ দেওয়া হয়েছে। একটি মাত্র ডোজ দেওয়া হয়েছে ৪৫.৫ শতাংশ, দুটো করে ডোজ দেওয়া হয়েছে ৩২.৯১ শতাংশ। উচ্চআয়ের দেশগুলির ৫৮ শতাংশ মানুষ কমপক্ষে একটি ভ্যাকসিনের ডোজ পেয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২.২১ শতাংশ মধ্যনিন্ন আয়ের দেশগুলিতে তা ১০.৩ শতাংশ উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশগুলোতে তা ৪৯.৫ এটা একটা অদ্ভুত বৈষম্য। অথচ এই অবস্থায় উচ্চ আয়ের অনেক দেশ বুস্টার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইল ৫০ বছরের বেশি বয়সী লোকদের পাঁচ মাসকে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছিল এমন লোকদের ফাইজারে এমআরএনএ ভ্যাকসিনের তৃতীয় ডোজ দেওয়া শুরু করেছে। ফ্রা জার্মানি, ব্রিটেন যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে মিলিয়নেরও বেশি মানুষ অনুমোদিত তৃতীয় ডোজ পেতে শুরু করেছে। যদি ভ্যাকসিন দুষ্প্রাপ্য না হতো, বুস্টার কম বিতর্কিত হত।
কিন্তু যখন অর্ধেকেরও বেশি বিশ্বে ভ্যাকসিন ডোজের অভাব হয় তখন বুস্টারদের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা সঠিক পদক্ষেপ নয় এবং মহামারীটিকে আরও দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকার সম্ভাবনা থাকবে। বাকি বিশ্বের জন্য এর অর্থ অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত করা।
তাই এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধনী দেশগুলোর প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন তৃতীয় বুস্টার ডোজের প্রয়োগ সামনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখতে। এই সংস্থার বক্তব্য সারা বিশ্বে আন্তত ১০০ লোককে আগে ভ্যাকসিন দেবার ব্যবস্থা করা হউক, তারপর তৃতীয় বুস্টার ডোজ নিয়ে পরিকল্পনা করা যাবে। তাছাড়া তৃতীয় বুস্টার (ডোজের প্রয়োজনীয়তা এখনো চুড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হয়নি। ভ্যাকসিনের নেওয়ার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে এই বৈষম্য দূর করা আশু জরুরি কাজ। ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে এই বৈষম্য ঘোচাতে প্রথমেই যা দরকার তা হল বিশ্বের সকল দেশে প্রত্যেকর টীকা প্রদান। কোভিড-১৯ রোধে বিশ্বের সকল দেশের প্রত্যেক লোককে টিকাকরণ খুব জরুরী। কিন্তু তা বাস্তবায়িত করা খুব কঠিন কাজ। প্রথমত, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য, টিকা রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো কাজ করছে। গত মার্চ, ২০২১ সিদ্ধান্ত হয়, স্পুটনিক-ভি ভ্যাকসিন ভারত, ব্রাজিল সহ বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হবে, কিন্তু মার্কিন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তাদের ধারণা এর ফলে ল্যাটিন আমেরিকা দেশগুলোতে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। আভার ইজরাইল ল্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে, চিন তাইওয়ান দেশে ভ্যাকসিন যাতে না আসে তার জন্য সতত সচেষ্ট।
এছাড়া ভ্যাকসিন নিয়ে উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর বাণিজ্য ও লাগামচাড়া মুনাফা। তাই মানবাধিকার কর্মীরা আদের করছে তা যে।ন বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষকে বুস্টার দেওয়ার পরিবর্তে, ধনী দেশ্বগলোর বিশ্বকে টিকা দেওয়ার জন্য আরও সক্রিয় হওয়ার দরকার। এটি করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। প্রথমত, ধনী দেশগুলিকে অবশ্যই কম আয়ের দেশগুলিকে ভ্যাকসিন সরবরাহকারী আন্তর্জাতিক জোট কোভ্যাক্সকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। ২০২১ সালের শেষের দিকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০ শতাংশ জনসংখ্যার টিকা দেওয়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি অনেক পিছিয়ে আছে। যাইহোক, বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিনের প্রাপ্যতা সীমিত- এবং এটি আরও প্রকট হয়ে উঠবে। তাই কেবল ভ্যাকসিন দানেই যথেষ্ট হবে না। যেসব দেশের কোম্পানি পাবলিক ফান্ড থেকে উপকৃত হয়েছে- যেমন জার্মানিতে বায়োটক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মডার্না- তাদের উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য তাদের প্রভাব ব্যবহার করা উচিত। ভ্যাকসিন পেন টন্ট সাময়িক মুকুবের জন্য আরও অনেক ধনী দেশগুলিকে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার নেতৃত্বে একটি প্রস্তাব সমর্থন করতে হবে- যেটিকে যুভরাষ্ট্রের সমর্থন রয়েছে। এই চুক্তিগুলি নতুন নির্মাতাদের দ্রত এবং নিরাপদে চালানোর জন্য তহবিলের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিচালিত করা দরকার। সেই সাথে দরিদ্র দেশগুলিকে তাদের ভ্যাকসিনের ডোজ কেনার এবং তাদের জনসংখ্যায় বিতরণের অনুমতি দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণত, এই প্রক্রিয়াটি বছরের পর বছর বা এমনকি কয়েক দশক ধরে চলে, কিন্তু মহামারীর সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চাহিদাগুলি পুরণ করতে হবে। পেটেন্ট মুকুব একমাত্র সমস্যার সমাধান করবে না, ভ্যাকসিন দান বা বুস্টারদের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশও দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। বিশ্বকে একযোগে সকল ফ্রন্টে এগিয়ে যেতে হবে।
সবচেয়ে ভালো হয় যদি সব দেশে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী সুলভ মূল্যে টিকা তৈরি করা। কিন্তু সকল দেশের কাছে টিকা তৈরি করার পরিকাঠামো, কৌশল ও প্রযুক্তি জানা নেই। তাই কম আয়ের দেশগুলো এই বিষয়ে ধনী দেশগুলোর প্রতি নির্ভরশীল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চেষ্টা করছে টিকা উৎপাদন সংস্থাগুলো তাদের প্রযুক্তি যেন কম আয়ের দেশগুলোকে প্রদান করে। রাশিয়া তাদের তৈরি স্পুটনিক-ভি ভ্যাকসিন ভারত, ব্রাজিল সহ বিভিন্ন দেশের ৩৪টি উৎপাদন সংস্থাকে তৈরি করার লাইসেলস দিয়েছে। ভারতের সিভিল সোসাইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছে যে জনসন এন্ড জনসন টিকা উৎপাদনকারী সংস্থাকে যেন বাধ্য করা হয় তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টিকা তৈরির জন্য। যদিও জনসন এন্ড জনসন টিকা উৎপাদনকারী সংস্থা ভারতে এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ফাইজার,মডার্না বায়োটেক কোম্পানিগুলো এই বিষয়ে ভারতে, দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকায় টিকা উৎপাদন করতে এখনও এগিয়ে আসেনি। চলতি বছরে ১২ বিলিয়ন ডোজ উৎপাদিত হয়েছে। অথচ তা দরকার থেকে অনেক বেশি। ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও অস্ট্রোজেনিকা উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন ভারতে সিরাম ইনস্টিটিউট কোভিশিল্ড নামে ভ্যাকসিন উৎপাদন শুরু করে, এই সংস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয় ২০০ কোটি টিকা বা কিনা চলতি বছর থেকে ২০২২ এর মধ্যে হবে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রাশিয়ার তৈরি স্পুটনিক-ভি ভ্যাকসিন ভারত, ব্রাজিল সহ বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের জন্য এখনো পর্যন্ত অনুমোদন দেয়নি। জনসন এন্ড জনসন টিকা উৎপাদনকারী সংস্থাকে এব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছে। রাশিয়ার উদ্ভাবিত স্পুটনিক-ভি ভ্যাকসিন অন্য দেশে উৎপাদন করার বিষয়টা এত সহজ নয় ও চটজলদিও সম্ভব নয়। টিকার উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণদের অনুমোদন ইত্যাদি কাজগুলো শেষ করতে কমপক্ষে আট মাস। জনসন এন্ড জনসন টিকা উৎপাদনকারীর একটি অংশীদার সসস্থা হলেও আরও সাত মাস সময় লাগবে উৎপাদন শুরু হতে। মনে করা হচ্ছে প্রায় ৪০ মিলিয়ন টিকা এখানে উৎপাদিত হবে। কিন্তু এই চিত্রটি এখনও পরিস্কার নয়, কেননা কোন কম আয়ের দেশগুলোকে তা সরবরাহ হবে, কতটা পরিমাণ তা প্রদান করা হবে, তার মূল্যই কত হবে এইসব বিষয়গুলো জনসন এন্ড জনসন কর্তৃপক্ষ চুড়ান্ত করেনি। ফাইজার সহ অন্যান্য টিকা উৎপাদনকারী সংস্থা দ্রুত এগিয়ে আসলে তৃতীয় বিশ্বের টিকার উৎপাদন ও সরবরাহ সহজলভ্য হবে। দেখা গেছে এই চাহিদা মেটাতে প্রায় ৪০০ কোটি টিকার প্রয়োজন হবে। আশা করা যায় সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে তা অর্জন করা সম্ভব।
গত ১০ মার্চ, ২০২১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মিলিতভাবে প্রস্তাব আনে যে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে ভ্যাকসিন উৎপাদন, বিলি করার স্বার্থে অস্থায়ী ভাবে হলেও পেটেন্ট বিধি শিথিল করার জন্য। আবার মে, ২০২১ ইউনসেফ উন্নত দেশগুলোর কাছে আবেদন করে যে তাদের অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত ১২.৫ কোটি ডোজ কোভ্যাক্স কর্মসূচিতে সামিল করার পরিকল্পনা থাকলেও মডার্না ও ফাইজার কোম্পানি এই বছরের শেষে অথবা আগাম বছরের গোড়ার আগে তা পারবে বলে মনে হয় না। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে দ্রুত সম্ভব সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে প্রত্যেকটি লোককে টিকাকরণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা খুব জরুরি, তবেই সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব। ও নতুন মিউট্যান্ট তৈরি করার শৃঙ্খল বন্ধ করা যেতে পারে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৭০ু লোকদের সম্পূর্ণ টিকাকরণ রতে প্রায় ১১০০ কোটির টিকার প্রয়োজন। দেখা গেছে গত জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৩২০ কোটি ডোজ টিকা দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় চলতি বছরের শেষে তা দাড়াবে ৬০০ কোটি। এই পরিস্থিতিতে মনে হয় গরিব দেশের লোকেরা ২০২৩ সালের আগে সবাই টিকা পাবে না। ১৪ সেপর, ২০২১, ১৪০ জন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রাষ্ট্রপতি হলান্ডে, ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন, নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্রা, জার্মানির আসন্ন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রুলস খারিজ করতে। কম এবং নিম্ন মধ্যম দেশগুলিতে যেখানে সামগ্রিকভাবে ১৫ শতাংশ এরও কম লোককে টিকা দেওয়া হয়েছে সেখানে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেতে পারে বা গুরুতর কোভিড-১৯ থেকে দীর্ঘমেয়াদি জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। ব্যবসা এবং স্কুল বন্ধ থাকায় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্রমবর্ধমান কোভিড-১৯ এর মাত্রা মিউটেশন ছারা নতুন রূপের বিবর্তনকে উৎসাহিত করবে যা ডেল্টার চেয়ে আরও বেশি সংক্রমণযোগ্য, বর্তমান প্রজাতির চেয়েও মারাত্মক হতে পারে। গত মাসে, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার সতর্ক করেছিল যে অত্যন্ত সংক্রামক প্রকরণগুলি বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে আরও জটিল করতে পারে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট দেশীয় উৎপাদন ৪.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (৪৫ লক্ষ কোটি টাকা) কম হতে পারে। বিশ্বের বিখ্যাত ইম্মুনোলোজিস্ট ড. এন্থনি ফাউক বলেছেন যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধ করতে শুধু নিজের দেশের কথা ভাবলে চলবে না, ভাবতে হবে সারা বিশ্বের জন্য। সারা বিশ্বে ১০০ শতাংশ লোককে ভ্যাকসিন না দিলে আরও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বে বিশেষত গরিব দেশগুলিতে এবং নতুন সরেন তৈরি হতে থাকার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। পরে কোনো ভ্যাকসিন কার্যকরী হবে না। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'অ্যাপ' রূপে অপদেবতা

নীলাঞ্জন দে

একদিন চিনে নেবে তারে। কে জানত, প্রায় ক্লিশে হয়ে ওঠা রাবীন্দ্রিক উক্তিটি সম্পূর্ণ অন্যরূপে ধরা দেবে এ -যুগের 'ফিনটেক' গ্রাহকদের কাছে, বিশেষত যাঁরা 'অ্যাপ' -মারফত লোন নিতে এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 'অ্যাপ'-এর বাড়াবাড়ি নিয়ে ব্যাঙ্ক ও মার্কেট নিয়ন্ত্রকদের দুশ্চিন্তার কথা আমরা এতদিনে মোটামুটি জেনে গিয়েছি, সর্বসাধারণের সুবিধার্থে যে তেমন চিন্তার প্রয়োজন আছে, সে সম্বন্ধেও সবাই নিশ্চিত। তবে আমরা অনেকেই বিষয়টির গভীরে তেমন ঢুকিনি। সেজন্য আমাদের মনে নেই যে, 'গুগল প্লে স্টোর' থেকে কয়েক মাস আগে কিছু লোন 'অ্যাপ' -কে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল, বা 'লোন'-ব্যবসায়ী কয়েকটি সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। এ-ও চট করে স্মরণে আসে না, সেই চাপা-পড়ে -যাওয়া খবরটি,দক্ষিণ ভারতে অন্তত একটি সুইসাইড লোন কোম্পানির প্রবল চাপ, এবং পরের সামাজিক অপমান, সেই গ্রাহক আর সহ্য করতে পারেননি বলে।
সব 'ফিনটেক'- জনিতক সুবিধা সবার জন্য নয়। ইদানিং এই কথাটি খুব শোনা যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে আমিও সহমত। ডিজিটাল পেমেন্ট, লোন, ইনভেস্টমেন্ট, ইনশিওরেন্স ইত্যাদির জন্য এখন অনেক ধরনের 'অ্যাপ' বাজারে সহজলভ্য। সম্ভব হলে তুলনায় অল্পবয়সিদের মোবাইল ফোন ঘেঁটে দেখুন, নানা শ্রেণির 'অ্যাপ' পাবেনই। ব্যাঙ্কিং তথ্য ফিনানশিয়াল সার্ভিসেস পরিষেবা পাওয়া সহজতর করে দিয়েছে এগুলি, এবং আরও অনেক 'পকেট ফ্রেন্ডলি' করতেও ছাড়েনি। সাম্প্রতিকে চটজলদি লোন হ্যাঁ, দু'মিনিটের ম্যাগি নুজলসের উপমা স্বাভাবিকভাবে এসে পড়বে---তেমন শক্ত কিছু নয়। লোনের টাকা আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আসবে, সুদের অঙ্ক ডেবিট হবে সময়মতো, ফেরত দিতে হবে সেখান থেকেই। তবে ইন্টারনেটরে স্পিড যেন মনের মতো হয়, নাহলে ব্যাপারটির আনন্দই মাঠে মারা যেতে পারে।
উদারপন্থীরা অবশ্য বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন তুলবেন, এই ব্যবস্থা ঠিক কতটা ডেমোক্রেটিক? নিশ্চয়ই, তাতে মোটেও কোনও অসুবিধা নেই তবে দেখতে হবে যথেষ্ট সংখ্যক আছে কি না। ডেমোক্রেসির অন্য কয়েকটি দিকের মতো, যেগুলি বে-আব্রু বা উন্মুক্ত,এখানেও মনে হয়, কিছু খুঁত বা গলদ রয়েছে। দুর্বৃত্তরা এগুলিই ব্যবহার করে নিজেদের কোলে ঝোল টানেন। ঝোল-টানা আরও সুবিধাজনক, যখন এদেশে গড়পড়তা গ্রাহক হয়ে যান তথাকথিত স্মল টিকেট গোত্রের। নামে, আপনার বুঝে গড় লোনের মাপ ছোট হতে পারে। তা সহজেই অনুমোদিত হওয়া সম্ভব, রিপেমেন্টও তেমন কিছু দুঃসাধ্য নয়। 'রিপেমেন্ট' অবশ্য অনেকভাবে শর্তসাপেক্ষ হতে পারে, চাইলেই যে ফেরত হবে তেমন না-ও হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে অনেকেই যে 'ফাইন প্রিন্ট'-পড়েন না, তা তো জানাই আছে। বিশেষত ফিনানশিয়াল সার্ভিসের দুনিয়ায় একথা খুবই প্রযোজ্য। 'ফিনটেক' দিয়ে মাইক্রো ইনশিওরেন্স কেনার কথাই ধরুন। আমরা সাবেকি পন্থায় বড়-গোছের প্রিমিয়াম দিয়ে বিমা যখন কিনি, পলিসি জকুমেন্ট কি প্রতিবার খুঁটিয়ে পড়ে? উঁহু, সাধারণত পড়ি না। পরে, ঠেকায় পড়লে (পড়ুন ক্লেম গণ্য না হলে) ধুলো ঝেড়ে সিন্দুক থেকে টেনে বের করে দেখি। তাহলে কোন বিশ্বাসে বলব যে, ক্ষুদ্র গ্রাহক এর অন্যথা করেন? তার তো তাৎক্ষণিক পরিষেবা পাওয়াই মূল বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে আপনাকে টেনে নিয়ে যাই অন্য একটি ক্ষেত্রে 'পেডে লোন' নামেই বুঝবেন সেটি কী। লোন নিলেন আর আগামী পে ডে (ধরুন যেদিন পরের মাসের বেতন পেলেন), লোন ফেরত দিলেন। এমন চলতে লাগল, আর চক্রাকারে ঘুরতে থাকলেন গ্রাহকও। তাঁর অভ্যাস হয়ে গেল, এ-যুগের 'ডিজিটাল মহাজন' আপনার আর্থিক পরিকল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তো একপ্রকার দেখেও দেখলেন না। অ্যাপ এভাবেই অপদেবতার রূপ ধরে আপনার সামনে আবির্ভূত হতে পারে। প্রলোভন দেখাতে পারে এবং সেই লোভের ফাঁদে পড়ে আপনিও বাই নাও পে লেটার বা তেমনই কিছুর দাসানুদাসে বদলে যেতে পারেন।
উল্লেখ্য ফিনটেকের জগতে কে এখন একটি উদীয়মান ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। চিনের সঙ্গে আমাদের, পৃথিবীর অন্য বেশ কিছু রাষ্ট্রও এই তালিকায় আছে, মার্কেটের আধিপত্য নিয়ে বাণিজ্যিক লড়াই অনেক দিনই জারি। ফিনটেকেও চিন আজ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তাই এই ক্ষেত্রটিও সাধারণ ট্রেন্ডের ব্যতিক্রম নয়, এ আমার বেশ মনে হয়। ভুলে যাবেন না, আড়ালে থেকে গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য চুরিএ -যুগে প্রায় জলভাত। বহু, বহুবার এমন হয়েছে। সংক্ষেপে বললে, দিনের শেষে অ্যাকাউন্ট ছেতে টাকা গায়ের হয়ে যাওয়া বেশ সাধারণ ঘটনা। ঠিক হাতে ফড়া প্রযুক্তি এমনই ধারালো আর এমনই তার অপব্যবহার হতে পারে, যে এদেশে সামগ্রিক সাইবার ক্রাইমের হার তরতরিয়ে বাড়ছে। এ সম্বন্ধে আরবিআই বা সেবি-র জারি করা সতর্কবার্তা (নানাভাবে এগুলি আমাদের দেওয়া হয়েছে) এখানে উল্লেখ্য। তবে সেসব যে মাঠে মারা যাচ্ছে না, সেকথাও জোর গলায় বলা যাচ্ছে না। আরও একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করা দরকার। মনে হচ্ছে অ্যাপ এর আগ্রাসী ভূমিকার সামনে (বিশেষত যদি তাদের ধার্য করা সুদের হার কমে আসে সনাতনী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লোনের ক্ষেত্রটি কিছুটা হলেও সংস্কুটিত হয়ে পড়বে।
(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে ভোট গণনা হয় উমাকান্ত স্কুলে। ছবি ঃ নিজস্ব

সংশোধন...প্রয়াত করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলাই চক্রবর্তী

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলাই চক্রবর্তী আর নেই। আজ রবিবার সকাল ৯.১০ মিনিটে শিলচরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। মৃত্যুকলে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ।

করিমগঞ্জ জেলার প্রবীণ এই আইনজীবীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়, সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বিধায়ক বিজয় মালাকার, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, জেলা বিজেপির মুখপাত্র নিশিকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যিনি আদালত থেকে আইনজীবী বার পর্যন্ত দাঁপিয়ে বেড়াতেন, সেই প্রবীণ আইনজীবী তথা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারের সভাপতি বলাই চক্রবর্তীকে আজ চোখের জলে শেষ বিদায় জানিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এবং করিমগঞ্জ বার এসোসিয়েশন। প্রয়াত আইনজীবী বলাই চক্রবর্তীর নিথর দেহ তাঁর কর্মস্থল করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারে নিয়ে আসা হলে এখানে এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। করিমগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশন এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারের আইনজীবীরা খবর পেয়ে বারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রয়াত বলাই চক্রবর্তীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারের সম্পাদক রাজুচন্দ্র দেব, উপ-সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী, প্রবীণ আইনজীবী বিধান ভট্টাচার্য, অদিতি দাস, বিশ্ববরণ বরুয়া, আফতাবুর রহমান, জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, করিমগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আতিকুলবারী চৌধুরী, সম্পাদক দুলুরঞ্জন দাস, বিপ্লব দেব, দিলীপ দাস সহ অন্যান্য আইনজীবীগণ এবং ফৌজদারি আদালতের কর্মী রেহান উদ্দিন, বিমল দেব প্রমুখ প্রয়াত বলাই চক্রবর্তীর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখ্য, প্রয়াত আইনজীবী বলাই চক্রবর্তীর মূল বাড়ি বদরপুরের উমরপুর গ্রামে। ১৯৯৪ সালে তিনি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারে একজন আইনজীবী হিসেবে সদস্যপদ গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন দাপটের সঙ্গে তিনি আইন ব্যবসা করেছেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারে দু দফায় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। সিভিল ও ক্রিমিনাল মামলাসমূহ সমান্তরাল গতিতে চালানো সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া করিমগঞ্জ শাখার আইনি পরামর্শদাতা হিসেবেও দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করে গেছেন প্রয়াত বলাই চক্রবর্তী।

জানা গেছে, প্রয়াত বলাই চক্রবর্তী গত শুক্রবার রাতে নিজের বাড়িতে অসুস্থতা বোধ করলে তাঁকে তড়িঘড়ি শ্রীগৌরী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক থাকায় চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে শিলচর ভ্যালি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে আইসিইউতে রেখে তাঁর চিকিৎসা চললেও ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ সকালে তিনি ইহলোকের মায়া ছেড়ে পরলোক ধামে পাড়ি দিয়েছেন।

খাতা খুলতে পারলেন না বিরোধীরা, একাই বিজেপি

আগরতলা, ২৮ নভেম্বর (হি. স.) : আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে খাতা খুলতে পারলেন না বিরোধীরা। ৫১টি ওয়ার্ডে সবকটিতেই বিজেপি জয়ী হয়েছে। গত নির্বাচনে বামেরা একাই দখল করেছিল ৪৫টি ওয়ার্ড। এবার তাঁদের ঝুলিতে পরে রইল শূন্য। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আগরতলা পুর নির্বাচনে এবারই প্রথম বিরোধী-শূন্য পরিষদ গঠন হতে চলেছে। এই বিপর্যয় স্বাভাবিকভাবেই বিজেপিকে অনেকটা অক্সিজেন দেবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ বছর পুর নিগম নির্বাচনে বিজেপি বাদে তৃণমূল কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস সহ অন্যান্য দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। ৫১টি ওয়ার্ডে বিজেপি বাদে শুধু তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিতে পেরেছিল। কিন্তু নিগম দখলে ব্যর্থ হয়েছেন বিরোধীরা। ভোটের হারে কিছু কিছু ওয়ার্ডে বিরোধী ভোট বিজেপির থেকে বেশি ঠিকই, কিন্তু এই ভোট বিভাজন বিজেপির জন্য লাভদায়ক প্রমাণিত হবে, তা ভোটের আগেই চর্চা হয়েছিল।

ভোটের হার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পুর নিগমে বিজেপি ৫৭.৩৮ শতাংশ, তৃণমূল কংগ্রেস ২০.১৩ শতাংশ এবং বামফ্রন্ট ১৭.৯৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বাকি ভোট কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের ঝুলিতে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ৫১টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু বামেরা নিগমের সবকটি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিতে পারেনি। এমন-কি কংগ্রেসও সব ওয়ার্ডে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

উত্তরপ্রদেশে টেটের প্রশ্নপত্র ফাঁস

বাতিল দুটো পরীক্ষাই, তদন্তের আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স) : পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় তুমুল গন্ডগোলের মধ্যেই টেট পরীক্ষা বাতিল হল উত্তরপ্রদেশে। রবিবার সকালেই হওয়ার কথা ছিল শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। কিন্তু প্রশ্নপত্র দেওয়ার আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে খবর চলে যায় যে হোয়াটসঅ্যাপে "লিক" হয়ে গেছে পরীক্ষা। সঙ্গে বাতিল করে দেওয়া হয় পরীক্ষা। জানা গেছে, এসটিএফ-এর মেরঠ ইউনিট ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় জড়িত তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। গোটা বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী সতীশ দ্বিবেদী।

এদিন ছিল দুই অর্ধে পরীক্ষা। প্রথমটা ১০টা থেকে ১২:৩০টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টা ২:৩০ থেকে ৫টা পর্যন্ত। তুমুল ডামাডোলের জেরে দুটোই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার জানিয়েছেন, আগামী মাসে আর একটি তারিখ দেখে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর পেয়েই তৎপর হয় এসটিএফ। তারা বহু জায়গায় কুকর্মে জড়িতদের সন্ধানে হানা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রয়াগরাজ এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে তিন যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনকী সন্দেহের তালিকায় আছে এই পরীক্ষার আয়োজক সংস্থাও। পরের মাসে পরীক্ষা আয়োজনের ক্ষেত্রে তাদের আর দায়িত্ব দেওয়া হবে না বলেই জানা গেছে।

নদীয়ার পথ দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স) : পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার হাঁসখালিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার এই ঘটনার খবর পাওয়ার পর তিনি টুইট করে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় পথ দুর্ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

এছাড়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে সমবেদনা জানিয়ে টুইট করেছেন। বাংলায় করা টুইটে তিনি লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায় ঘটে যাওয়া পথ দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মানুষদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। ঈশ্বর ওঁদের এই কঠিন পরিস্থিতিতে সহায় হোন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

প্রসঙ্গত, রবিবার ভোর রাতে সৎকার করতে যাওয়া শ্মশানযাত্রীদের ম্যাটাডোর পিছন থেকে ধাক্কা মারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পাথরবোঝাই লরিতে। যার জেরে এখনও অবধি ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেশ কয়েক জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স) : পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার হাঁসখালিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নদিয়ার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পেয়েই টুইটে নিহতদের পরিজনদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। আহতদের পরিবার পিছু দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থেকে একটি মৃতদেহ নিয়ে সৎকার করতে নবদ্বীপে যাচ্ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। শনিবার রাত দেড়টা নাগাদ শববাহী গাড়িটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাথরবোঝাই লরিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই প্রাথমিক উদ্ধারকার্য শুরু করেন। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ১৭ জনের। পরে মৃত্যু হয় আরও একজনের। রবিবার এই ঘটনার খবর পাওয়ার পর তিনি টুইট করে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় পথ দুর্ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। সেই সঙ্গে পরিজনদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। আহতদের পরিবার পিছু দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা। কেন্দ্রের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মৃত ও আহতদের পরিবারের সদস্যরা।

কান্দিতে ২ কন্যাসন্তানকে নিয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা বধূর

কান্দি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের কান্দিতে গায়ে আগুন লাগিয়ে সন্তান-সহ আত্মঘাতী হলেন স্বামী পরিত্যাক্তা গৃহবধূ। রবিবার সকালে প্রতিবেশীরা আচমকাই ওই গৃহবধূর বাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া বেরতে দেখে। দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে গিয়ে ওই গৃহবধূ এবং তাঁর দুই সন্তানকে অগ্নিদ্বগ্ধ অবস্থায় দেখতে পান তারা। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত গৃহবধূ মুর্শিদাবাদের কান্দির গাঁতলা গ্রামের দয়াল ঘোষের মেয়ে লক্ষ্মী ঘোষ। পাঁচ বছর আগে নবগ্রামের ঘোষপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বীরবল ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। দু'টি কন্যাসন্তানও ছিল তাদের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হয় লক্ষ্মীর। সে কারণে লক্ষ্মী দুই মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকতেন। মাঝেমধ্যে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছিলেন ওই গৃহবধূ। তবে লক্ষ্মীর স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ির কেউই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। তার ফলে মানসিক অবসাদেই ভুগছিলেন ওই গৃহবধূ।

রবিবার সকালে অনেক বেলা হলেও লক্ষ্মী কিংবা তাঁর দুই মেয়ের কোনও সাড়াশব্দ পাননি প্রতিবেশীরা। আচমকাই স্থানীয় এক বাসিন্দা দেখতে পান, ওই গৃহবধূর বাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঘরের ভিতর থেকে চিৎকারের শব্দও পান প্রতিবেশীরা। সেই সময় গৃহবধূর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরে আগুন জ্বলছে বুঝতে পারায় প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। তবে দরজা ভাঙার পর তাঁরা আঁতকে ওঠেন। ঘরের ভিতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় লক্ষ্মী, তাঁর বড় মেয়ে চাঁদনি এবং ছোট্ট মেয়ে ইতুকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর দেওয়া হয় কান্দি থানায়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনকে উদ্ধার করে। ততক্ষণে সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। ওই তিনজনের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। মানসিক অবসাদে নিজের সন্তানদের নিয়ে মহিলা আত্মঘাতী হয়েছেন বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। তবে তদন্তকারীরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল যুবকের

তুফানগঞ্জ, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : রায়ডাক নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। রবিবার তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লারঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

মৃত যুবকের নাম তাপস রায় (১৮)। হলদিবাড়ি পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা সে। তাপস গতবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি তাপস তুফানগঞ্জের উল্লারঘাট এলাকায় ব্রিজের কাজ করতে এসেছিল। রবিবার তারা পাঁচজন মিলে ব্রিজের কাছেই রায়ডাক নদীতে স্নান করতে নামে। কিন্তু তারপর আর উঠে আসেনি সে। প্রায় ২০ মিনিটের খোঁজাখুঁজির পর নদী থেকে তাকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

এক মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

সিউড়ি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : এক মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বীরভূমের সদাইপুরে। ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। মৃতার নাম পরিচয় এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। বীরভূমের সদাইপুরে বারুদের কারখানা লাগোয়া রাধামাধবপুরের জঙ্গলেই এক মহিলার পচাগলা নগ্ন দেহ উদ্ধার হয়। দেহটি প্রথম চোখে পড়ে স্থানীয়দের। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বেশ কয়েকদিন আগেই খুন করা হয়েছে ওই মহিলাকে। ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলেও প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করছে স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পরেই খবর দেওয়া হয় সদাইপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে ওই অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনাস্থল থেকে ওই মহিলার নগ্ন মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে তার বস্ত্র এবং মাথার চুল। তবে কিভাবে এখানে এই মহিলার মৃতদেহ এসেছে, কবে মারা গিয়েছেন কিছু জানা যায়নি। পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করছে। মৃতা ওই এলাকারই বাসিন্দা নাকি খুনের পর কেউ দেহ এনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা জগাই বাউরি জানান, "কোথায় থেকে এসেছে, কিভাবে এলো তা বলতে পারব না। আমরা দেখতে পাই এখানে একটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তারপর আমরা পুলিশকে খবর দিই এবং পুলিশ এসে সেই মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।" কবে ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে? খুনের প্রকৃত কারণ কী? সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার

রামপুরহাট, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল নলহাটি থানার পুলিশ। আজ রবিবার, তাদের রামপুরহাট আদালতে তোলা হবে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নলহাটি থানার ওসি তপাই বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি পুলিশের দল শনিবার সন্ধ্যায় এক গোপন ডেরায় হানা দিয়ে দুই দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে। দুজনের বাড়ি নলহাটি থানা এলাকায়। জাকির উদ্দিন সেখ ও জুয়েল আলীকে দুটি ৭এম এম পিস্তল সহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রাক্তন বিধায়ক বিজেপিতে যোগদান

লখনউ, ২৮ নভেম্বর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের আগে একঝাঁক বিরোধী রাজনীতির নেতাসহ প্রাক্তন আমলা রবিবার বিজেপিতে যোগ দিলেন। বিজয় মিশ্র সমাজবাদী পার্টির টিকিটে সদর গাজিপুর থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। জয় নারায়ণ তিওয়ারি সুলতানপুরের বাসিন্দা। তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারে তিনবার মন্ত্রী হয়েছেন। তিনি কংগ্রেসেও ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি করে আসছেন। এছাড়াও বিএসপি-র মনোজ দিবাকর, জাটব সমাজ থেকে কানপুরের জগদেব কুড়িল, প্রাক্তন আইএএস অফিসার অশোক কুমার সিং, প্রতাপগড় হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক রাম শিরোমণি শুক্লা, বিএসপি ধর্মেন্দ্র পান্ডে, প্রাক্তন বিএসপি বিধায়ক মদন গৌতম।, লখিমপুর থেকে অযোধ্যা অভিমন্যু প্রতাপ সিং, লখিমপুর থেকে ডঃ অখিলেশ ভার্মা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি স্বাধীন দেব সিং এই সমস্ত নেতাদের দলে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই নেতারা সবাই কঠোর কর্মী। ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলে আমাদের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। ২০২২ সালে আবারও ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আনতে কাজ করবে। তিনি আরও বলেন, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের জাতীয়তাবাদী নীতি এবং উন্নয়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

বিনামূল্যে সরকারি বাস ও অতিরিক্ত ফ্রি না আদায়ের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথের

লখনউ, ২৮ নভেম্বর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশে টেট পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার টুইট করে জানান, পরবর্তীতে উত্তর প্রদেশ টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট ২০২১-এ পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীরা বিনামূল্যে সরকারি বাসে আসতে পারবেন। পরবর্তীতে কোন পরীক্ষার্থীর থেকে অতিরিক্ত ফ্রি আদায় করা হবে না। প্রসঙ্গত রবিবার ছিল উত্তর প্রদেশে শিক্ষক নিয়োগের বাছাই পর্বের পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ায় এলাকায় এলাকায় গন্ডগোলের জেরে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়ে আগামী এক মাসের মধ্যে ফের পরীক্ষার নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এদিকে এ ঘটনায় সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে সমালোচনা করেন।

অর্ধেকের বেশি মন্ত্রী দুর্নীতিতে জড়িত: চন্দ্রকান্ত পাতিল

মুম্বই, ২৮ নভেম্বর (হি.স) : মহারাষ্ট্র বিজেপি রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাতিল অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যের মহাবিকাশ আঘারি সরকারের অর্ধেকেরও বেশি মন্ত্রী দুর্নীতিতে লিপ্ত। তিনি বলেন, গত দুই বছরে উদ্ধব সরকারের দুই মন্ত্রী দুর্নীতির মামলায় পদত্যাগ করেছেন এবং এক-চতুর্থাংশ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো না কোনো মামলায় তদন্ত চলছে। পাতিল অভিযোগ করেন, উদ্ধব সরকার গত দুই বছর ধরে শুধুমাত্র দুর্নীতি কর আদায়ে নিযুক্ত ছিল। এতে রাজ্যের মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রবিবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, বিতর্কিত পুলিশ অফিসার শচীন ওয়াজে, যিনি ১৬ বছরের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল, উদ্ধব সরকার তাকে পুনরায় চাকরিতে পুনর্বহাল করেছিল, যাকে আবার বিভিন্ন অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, এটিও ঐতিহাসিক যে কোনও রাজ্য পুলিশ অফিসার তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পুনরুদ্ধার করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। এই মামলায় পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া অনিল দেশমুখ তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে রয়েছেন। তিনি বলেন, উদ্ধব সরকারের দুই বছরে মারাঠা রিজার্ভেশন, ওবিসি রিজার্ভেশন বাতিল করা হয়েছে, যার জেরে এই শ্রেণির মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই সরকার কৃষকদের কোনো ত্রাণ দেয়নি। এতে উদ্ধব ঠাকরের প্রতি তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

উনুনের আগুনে পুড়ে গেল অসহায় বৃদ্ধার বাসস্থান

বিন্নাগুড়ি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : সকাল ভাত রান্না করতে গিয়ে উনুনের আগুন লেগে পুড়ে গেল এক অসহায় বৃদ্ধার বাসস্থান। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্টেশন পাড়া এলাকায়। আগুনে পুড়ে যায় নিজের একমাত্র সম্বল আধার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড, ভোটার কার্ড। এইসব কাগজ পত্র দিয়ে সরকারি সাহায্যে তাঁর দিন চলত। সেখানকার বাসিন্দা বুদ্ধেশ্বরি যাদবের ঘরে আগুন লেগে সমস্ত কিছু পুড়ে যায়। বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক শ্যাম, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য অরুন রাম ঘটনাস্থলে গিয়ে বৃদ্ধার খোঁজ খবর নেন এবং তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। স্থানীয়রা জানান, ওই মহিলা একাই সেখানে অনেক বছর ধরে থাকতেন। বিভিন্ন সরকারি সাহায্যে একা দিন চালাতেন। প্লাস্টিকের ঝুপড়ি থাকায় মুহুর্তে মধ্যে আগুনে সব পুড়ে যায়। বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক শ্যাম জানান, আগুনে সব পুড়ে যাওয়ায় কিছু কাপড় ও তাঁর খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ঘরের ব্যবস্থা করে দিব।

বরাক-ব্রহ্মপুত্রের বাঙালিরা সমর্থন করেন না, দাবি বিজেপি বিধায়ক রামকৃষ্ণের

হোজাই (অসম), ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : প্রদীপ দত্তরায়ের মতো ব্যক্তিকে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা কখনও সমর্থন করেন না। বরাক-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়কে গ্রেফতারের সিদ্ধান্তকে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন হোজাইর বিজেপি বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ।

রবিবার এক প্রতিক্রিয়ায় বিধায়ক ঘোষ বলেন, দীর্ঘদিন পর বিজেপি সরকারের প্রচেষ্টায় রাজ্যে বসবাসরত প্রতিটি জাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ-মমতা- ভালোবাসার এক অটুট বন্ধন গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিগত বিজেপি সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসরত অসমিয়া এবং বাঙালিদের মধ্যে এক মধুর সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাও দুই উপত্যকার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে চলার জোরদার প্রয়াস জারি রেখেছেন। কিন্তু ইদানীং একটি বিভেদকামী শক্তি অসমিয়া-বাঙালির মধ্যে গড়ে ওঠা মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরানোর অপচেষ্টা শুরু করছে। আর এই অপচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট নামের একটি সংগঠনের মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়। গণ-ভিত্তিহীন একটি সংগঠনের স্বঘোষিত নেতা প্রদীপ দত্তরায় সমগ্র রাজ্যে ভাষা বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরি করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লাচিত সেনার শৃঙ্খল চলিহা এবং বরাক উপত্যকার সংগঠন বিডিএফ-এর প্রদীপ দত্তরায়ের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষই বরাক-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে অশান্তির বীজ বপণের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। ভাষা বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টি করে বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসরত অসমিয়া-বাঙালির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার গভীর চক্রান্ত চালাচ্ছেন বলে প্রদীপ দত্তরায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন হোজাইয়ের বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং অন্য ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে জানেন না, এমন ব্যক্তি কখনও সমাজের হিতাধিকারী নন। সংবিধান অনুযায়ী অসম ভারতের অঙ্গরাজ্য। তাই সংবিধানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে একজন প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক হিসেবে নিজের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সহকারে কোনও মন্তব্য করা উচিত বলে মনে করেন বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ।

রামকৃষ্ণ বলেন, দেশের সকল ভাষা, জাতি, জনগোষ্ঠীর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করাই হল প্রকৃত সুনাগরিকের লক্ষণ। প্রদীপ দত্তরায়ের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ নিজের ভাষাকে সম্মান জানিয়ে অন্য ভাষার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে উস্কানিমূলক মন্তব্যের মাধ্যমে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করার শুধুমাত্র চক্রান্ত করতে পারেন, সফল হতে পারেন না। সময় থাকতে প্রদীপ দত্তরায়কে গ্রেফতার করে সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন হোজাইয়ের বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ। তিনি বলেন, বঙ্গভাষী অসমিয়া হিসেবে গর্ব অনুভব করার পাশাপাশি নিজেকে অসমিয়া বলে পরিচয় দিতেও গৌরব অনুভব করেন। অসমিয়া-বাঙালির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রদীপ দত্তরায়ের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা কখনও সমর্থন করেন না এবং করবেনও-না বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন তিনি। বিধায়ক ঘোষ বলেন, পূর্বে যে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, সেই সময় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসরত বাঙালিরা তা কখনও সমর্থন করেননি। আর এখনও রাজ্যে বসবাসরত অসমিয়া-বাঙালির পাশাপাশি অন্য সকল জাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের পরম্পরা পালনকারী অসমবাসী এ ধরনের উস্কানি ও প্ররোচনামূলক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেন না। অসমিয়া ও বাঙালির মধ্যে সংঘর্ষের বীজ বপণের ষড়যন্ত্রকারী প্রদীপ দত্তরায়ের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উত্থাপন করেন হোজাইয়ের বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কয়েক বসন্ত পেরিয়ে গেলেও পুরনো দাম্পত্যকে সতেজ রাখু

নিজেদের এবং দাম্পত্যের, দু'টি ক্ষেত্রেই যত বসন্ত পাড়ি দেওয়া হোক না কেন, সম্পর্ককে রাখাই যায় চিরনতুন ও চিরসবুজ ।

দাম্পত্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এগিয়ে যায় টানাপড়েন এবং ওঠানামার মধ্যে দিয়ে। একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর দু'জনের মধ্যে যত্ন ও ভালবাসার বন্ধন তৈরি হয়।

নিজেদের এবং দাম্পত্যের, দু'টি ক্ষেত্রেই যত বসন্ত পাড়ি দেওয়া হোক না কেন, সম্পর্ককে রাখাই যায় চিরনতুন ও চিরসবুজ ।

দাম্পত্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এগিয়ে যায় টানাপড়েন এবং ওঠানামার মধ্যে দিয়ে। একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর দু'জনের মধ্যে যত্ন ও ভালবাসার বন্ধন তৈরি হয়।

নিজেদের এবং দাম্পত্যের, দু'টি ক্ষেত্রেই যত বসন্ত পাড়ি দেওয়া হোক না কেন, সম্পর্ককে রাখাই যায় চিরনতুন ও চিরসবুজ ।

বিয়ের পর তিন বা চার দশক কাটিয়ে ফেললেও নিজেদের মধ্যে হাসতে ভুলবেন না। পুরনো স্মৃতিকে মনে এনেও মজা বা রসিকতা করতেই পারেন একে অন্যের সঙ্গে। এর ফলে দাম্পত্য থাকবে সতেজ ও জীবন্ত।

বিয়ের পর তিন বা চার দশক কাটিয়ে ফেললেও নিজেদের মধ্যে হাসতে ভুলবেন না। পুরনো স্মৃতিকে মনে এনেও মজা বা রসিকতা করতেই পারেন একে অন্যের সঙ্গে। এর ফলে দাম্পত্য থাকবে সতেজ ও জীবন্ত।

একে অন্যের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। আপনার জীবনসঙ্গীর মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, অনিদ্রা, হাড়ের অসুখের মতো কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তাঁকে নিয়ে যান নিয়মিত চেকআপে। সঙ্গে যত্ন নিন নিজেরও।

একে অন্যের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। আপনার জীবনসঙ্গীর মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, অনিদ্রা, হাড়ের অসুখের মতো কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তাঁকে নিয়ে যান নিয়মিত চেকআপে। সঙ্গে যত্ন নিন নিজেরও।

মানসিক উদ্বেগ যে কোনও সময়েই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই সব সময় জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন খোলাখুলি। এতে মন হাল্কা হবে। স্ট্রেসের আশঙ্কাও কমবে।

মানসিক উদ্বেগ যে কোনও সময়েই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই সব সময় জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন খোলাখুলি। এতে মন হাল্কা হবে। স্ট্রেসের আশঙ্কাও কমবে।

কোনও কারণে আপনার স্বামী বা স্ত্রী রেগে গেলে, বিরক্ত থাকলে বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাঁকে স্পেস দিন। তাঁর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন। প্রশ্ন করে অযথা বিরক্ত করবেন না।

কোনও কারণে আপনার স্বামী বা স্ত্রী রেগে গেলে, বিরক্ত থাকলে বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাঁকে স্পেস দিন। তাঁর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন। প্রশ্ন করে অযথা বিরক্ত করবেন না।

বিয়ে পুরনো হলেও প্রতি বছর বিশেষ দিনে একে অন্যকে উপহার দিন। যত ছোট বা সামান্যই হোক না কেন উপহার, সেই মুহূর্ত এবং দাম্পত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলবে।

বিয়ে পুরনো হলেও প্রতি বছর বিশেষ দিনে একে অন্যকে উপহার দিন। যত ছোট বা সামান্যই হোক না কেন উপহার, সেই মুহূর্ত এবং দাম্পত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলবে।

ডায়েটে এই খাবারগুলি নিয়মিত থাকলে রোজ সকালে কোষ্ঠকাঠিন্যের কষ্ট থেকে মুক্তি

দিনের সূত্রপাত তিতকুটে হয়ে যায়, যদি সকালে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা বিপাকে ফেলে বয়স নির্বিশেষে। বেশি পরিমাণে জাঙ্ক ফুড খাওয়া ও দরকারের তুলনায় অতিরিক্ত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়। কোনও ওষুধপত্র ছাড়া শুধু কিছু খাবারেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

দিনের সূত্রপাত তিতকুটে হয়ে যায়, যদি সকালে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা বিপাকে ফেলে বয়স নির্বিশেষে। বেশি পরিমাণে জাঙ্ক ফুড খাওয়া ও দরকারের তুলনায় অতিরিক্ত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়। কোনও ওষুধপত্র ছাড়া শুধু কিছু খাবারেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে নিয়মিত রাখুন কিউয়ি। ফাইবার ও প্রচুর ভিটামিন থাকায় পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এই ফল।

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে নিয়মিত রাখুন কিউয়ি। ফাইবার ও প্রচুর ভিটামিন থাকায় পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এই ফল। কমলালেবুতে আছে ভিটামিন সি। এছাড়াও এই ফলে আছে নারিনজেনিন। এই ফ্ল্যাভোনয়েড কাজ করে ল্যাক্সাটাইভ হিসেবে। তাই শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে রাখুন কমলালেবু।

কমলালেবুতে আছে ভিটামিন সি। এছাড়াও এই ফলে আছে নারিনজেনিন। এই ফ্ল্যাভোনয়েড কাজ করে ল্যাক্সাটাইভ হিসেবে। তাই শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে রাখুন কমলালেবু।

প্রচুর ফাইবার আছে কলায়। কোকাঠিন্য দূর করতে কলার মত উপযোগী জিনিস খুব কমই আছে।

প্রচুর ফাইবার আছে কলায়। কোকাঠিন্য দূর করতে কলার মত উপযোগী জিনিস খুব কমই আছে।

বেরিজাতীয় যে কোনও ফল উপকারী কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যায়। আখরোটে আছে প্রচুর ফাইবার, প্রোটিন এবং হৃদযন্ত্রের প্রতি উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ। আখরোটের ম্যাগনেসিয়াম আমাদের যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্তের জন্য ভাল। তাই ড্রাইফ্রুটের মধ্যে আখরোট অবশ্যই খাবেন।

বেরিজাতীয় যে কোনও ফল উপকারী কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যায়। আখরোটে আছে প্রচুর ফাইবার, প্রোটিন এবং হৃদযন্ত্রের প্রতি উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ। আখরোটের ম্যাগনেসিয়াম আমাদের যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্তের জন্য ভাল। তাই ড্রাইফ্রুটের মধ্যে আখরোট অবশ্যই খাবেন।

আখরোটে আছে প্রচুর ফাইবার, প্রোটিন এবং হৃদযন্ত্রের প্রতি উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ। আখরোটের ম্যাগনেসিয়াম আমাদের যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্তের জন্য ভাল। তাই ড্রাইফ্রুটের মধ্যে আখরোট অবশ্যই খাবেন। পালংশাক, লাউয়ের মতো শাকসব্জিতে আছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই দুই উপাদান কোলনের সংক্রমণ আটকে রাখে। পটাশিয়াম আমাদের শরীরের ফ্লুইডের ভারসাম্য এবং পেশির স্বাস্থ্য বজায় রাখে। পালংশাক, লাউয়ের মতো শাকসব্জিতে আছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই দুই উপাদান কোলনের সংক্রমণ আটকে রাখে। পটাশিয়াম আমাদের শরীরের ফ্লুইডের ভারসাম্য এবং পেশির স্বাস্থ্য বজায় রাখে।

শিশুর বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে গড়বেন

শিশু মাতৃগর্ভে ২০ সপ্তাহ বয়স থেকেই তার অনুভূতি অর্জন করে এবং মুভমেন্টের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এ কারণে গর্ভবতী মায়ের মানসিক দিকগুলো শিশুর ডেভেলপমেন্টে দারুণ প্রভাব ফেলে। তাই চিকিৎসকরা মাকে সব সময় স্ট্রেসমুক্ত থাকার উপদেশ দেন।

এখন আসি বই এর কথায়। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন বেশিরভাগ মানুষ ধর্মগ্রন্থ কেন পড়েন? কারণ, বহুযুগ আগে থেকেই এটা মানুষের জানা যে গর্ভাবস্থায় মা যা করেন, যা ফেইস করেন, যে পরিবেশে থাকেন তার সবকিছুর প্রভাব শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখে। আর এটা বুঝতে রকেট সায়েন্স পড়া বা জানার দরকার হয় না। এ কারণে যে কোন ভাল বই-ই শিশুর জন্মের আগে এবং পরে বিকাশে দারুণ ভূমিকা রাখে।

১. গর্ভাবস্থায় মায়েরা ধর্মগ্রন্থ বা গল্প পড়ে শোনান অনাগত শিশুকে। সে তার ভাব প্রকাশ করবে একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন।

২. বাবারা মায়ের পাশে বসে তার অনাগত শিশুকে পড়ে শোনাতে পারেন মজার মজার গল্প। এতে আপনার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। সে আপনার গলার স্বর চিনে রাখবে তখন থেকেই।

৩. জন্মের পরও রোজ একই সময়ে মজার মজার ছবিসহ বইগুলো পড়ে শোনান শিশুদের মতো আদরের সুরে। আপনার এক্সপ্রেশনে শিশু তার যা বোঝার সব বুঝে নেবে। আপনার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে বা বা বু বু আ আ জাতীয় শব্দ করে। এতে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার তৈরি হবে। আজকাল যে স্পিচ ডিলের প্রবলেম অনেকেই ফেইস করেন তা করতে হবে না। শুরুতেই বইয়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে।

৪. সব সময় কালারফুল অনেক ছবি সহকারে যে বইগুলো আছে তা নির্বাচন করুন যতদিন না শিশু অক্ষর চেনা শেখে।

৫. একই বই রোজ পড়বেন না। বেশ কিছু বই রাখুন। পড়ার আগে শিশুকে দেখান কোন বইয়ের গল্প সে শুনতে চায়।

৬. ফুল, পাখি, জীবজন্তু, মাছ এসবের গল্পগুলো শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। তাই এ ধরনের বই রাখতে পারেন।

৭. কখনও শিশুকে ভূত কিংবা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প পড়ে শুনিয়ে তার ভেতর পৃথিবী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেবেন না।

৮. যে বইটি পড়বেন তার চরিত্রগুলো অভিনয় করে শোনান। বইয়ে বর্ণিত চারদিকের পরিবেশটা এমনভাবে বলুন যেন ঠিক তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।

৯. আজকাল বাজারে দারুণ সব ফ্লাশ কার্ড পাওয়া যায়। এ ফ্লাশ কার্ড দিয়ে শিশুকে বাংলা-ইংরেজি অক্ষরগুলো, কালার, বডি পার্টস, অ্যানিমেল বিভিন্ন জিনিস শেখানো শুরু করতে পারেন ২ বছর থেকে। একে বলে পিকচার রিডিং। শিশু যা দেখে এ বয়সে সবই ছবি আকারে দেখে এবং তা মনে রাখে। তাই খুব সহজে শিখে ফেলে খেলতে খেলতে।

১০. বই পড়া নিয়ে কখনই জোর করবেন না। তাকে আকর্ষণ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যেমন বলতে পারেন, মা-বাবা তো পড়তে পারে না। বাবু কি একটু শেখাবে কেমন করে পড়তে হয়! কিংবা বলুন- চল চল আজকে আমরা স্কুল স্কুল খেলি। বাবু টিচার, মা স্টুডেন্ট। বুদ্ধি খাটিয়ে এমনকিছু বের করুন যেন শিশু বইয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়। জোর করে কখনও নয়।

১১. বাসায় শিশুর জন্য ছোট্ট করে রিডিং কর্নার তৈরি করুন। যেখানে থাকবে মজার সব ছবিওয়ালা কালারফুল বই। গল্পের বই।

১২. রাতে ঘুমানোর আগে নিয়ম করে স্টোরি টাইম তৈরি করুন। প্রতিদিন মা অথবা বাবা এসময় শিশুকে পড়ে শোনান মজার আনন্দের সব গল্প।

১৩. রোজ একসঙ্গে বই পড়ার কারণে শিশুর সঙ্গে মা-বাবার একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি হবে।

১৪. যেসব মানুষ বই নিয়ে নেতিবাচক কথা বলবে বুঝবেন এরা তর্কের উর্ধে। উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর চেষ্টা না করে নিজের কাজটি চালিয়ে যান। এরা কখনও বুঝবে না। তাই এড়িয়ে চলুন।

১৫. শিশুকে যে কোন জিনিস কিনে দিলে সঙ্গে একটি বই অবশ্যই কেনার অভ্যাস করুন। ঈদ, পূজা, ক্রিসমাসে, জন্মদিনে জামা কাপড়, খেলনার সঙ্গে বইও কিনুন।

১৬. বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা যেমন নেন ঠিক তেমনি শিশুর জন্য কিশোর-পত্রিকা রাখুন। কমিকস রাখুন। মনে রাখবেন প্রতিটি ভাল অভ্যাস পরিবার থেকেই আসে।

বই এমন এক জিনিস যা মানুষের ভেতর তৈরি করে শত শত শব্দ ভাণ্ডার। তৈরি করে কল্পনাশক্তি। একটি ভাল বই পড়ার সময় বইয়ের চরিত্রগুলো, পরিবেশ সবকিছু ব্রেইন একটা ভিজুয়াল মুভির মতো করে চোখের সামনে উপস্থাপন করে যা আর অন্য কোন মাধ্যম করতে পারে না। এতে করে তৈরি হয় কল্পনাশক্তি। বই মানুষের মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ করে। মানুষকে সত্যিকার মানুষ হতে শেখায়।

আমরা যারা বই পড়ে বড় হয়েছি তারা জানি বই কতটা আনন্দের। আজকাল শিশু-কিশোরদের উপযোগী নানা গেজেট বা ট্যাবলেট কম্পিউটার পাওয়া যায়, সেসবে খুঁজে নিতে পারেন অনলাইন বুক রিডিং সাইটগুলো। মায়ের দুধের বিকল্প যেমন কিছু হতে পারে না ঠিক তেমনি বইয়ের বিকল্প আর কোনকিছু হতে পারে না। নিজে বই পড়ুন, শিশুকে বই পড়তে উৎসাহ দিন।

সদ্যোজাত যমজ সন্তানদের বড় করার ঝক্কি কম নয় মায়েদের

সদ্যোজাত সন্তানের যত্ন নেওয়া মায়ের কাছে সব সময়েই সময়াসাপেক্ষ এবং চিন্তার বিষয় । যদি যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে মায়ের কাজ বেড়ে যায় অনেক গুণ। মায়ের নাওয়া-খাওয়া-বিশ্রাম মাথায় ওঠে! দু'টি সন্তানের দেখভাল করতে নাজেহাল অবস্থা। সদ্য যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, এমন নতুন মায়েদের জন্য রইল কিছু টিপস। মনে রাখলে সহজ হয়ে যাবে কঠিন কাজও ।

পড়াশোনায় মনঃসংযোগের অভাব? আপনার সন্তান অনিদ্রায় আক্রান্ত নয় তো?

যদি একান্তই কোনও উপায় না থাকে, তাহলে যমজ সন্তানদের বড় করে তোলার ক্ষেত্রে সব দায়িত্ব নিজের উপর নেবেন না। স্বামীকেও কিছু কিছু দায়িত্ব দিন। পরিবারে বয়স্ক কোনও মহিলার সাহায্য পাওয়া গেলেও ভাল। সন্তানকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান। মনে রাখবেন আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাও বাচ্চাকে যত্ন নেওয়ার অন্যতম শর্ত।

পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগে নাজেহাল? জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এভাবেই পাশে থাকুন সন্তানের

দুই শিশুকে প্রথম থেকেই খাওয়া এবং ঘুমের একই সময়ে অভ্যাস করাবেন। সন্তানরা যখন ঘুমোচ্ছে, তখন আপনিও ঘুমিয়ে নিন, পাওয়ার ন্যাপের সময় পেলে, তাই সই।

প্রেমের নামে 'আরশোলা-ডেটিং'! আপনি এই সম্পর্কের শিকার নন তো?

যমজ সন্তান হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবণতা থাকে একইরকম পোশাক পরানোর। সেক্ষেত্রে দু'জনেই ছেলে বা দু'জনেই মেয়ে হলে অনেক সময়ে মায়ের কাছেও গুলিয়ে যায়। তাই চেষ্টা করবেন যাতে একনজরে দু'ই সন্তানকে দেখে বোঝা যায় কে কোন জন।

যমজ দুই সন্তানকে সমানভাবে যত্ন নেবেন। এক জন সন্তান কোনও সংক্রামক রোগে অসুস্থ হলে অন্য জনও সংক্রমিত হয়ে পড়ে। তাই সর্দিকাশি, জ্বর বা অন্য কোনও অসুস্থতায় একজন সন্তান আক্রান্ত হলে আর একজনকে কাছাকাছি রাখবেন না।

শীতকালে অ্যালার্জির সমস্যায় কষ্ট পান? রেহাই পেতে পারেন সহজেই

আরও পড়ুন : সদ্যোজাত যমজ সন্তানদের বড় করার ঝক্কি কম নয়, মায়েদের সুবিধের জন্য কিছু সহজ সমাধান

অ্যালার্জি এবং ঠান্ডার লাগার উপসর্গের মধ্যে দৃশ্যত মিল আছে। শরীর থেকে যখন হিস্টামাইন নির্গত হয়, তখন তার থেকে ইনফ্লেম্যাটরি রিঅ্যাকশন তৈরি হয়। এর ফলেই অ্যালার্জেনস এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়।

আরও পড়ুন : পড়াশোনায় মনঃসংযোগের অভাব? আপনার সন্তান অনিদ্রায় আক্রান্ত নয় তো?

অ্যালার্জেনস শ্বাসনালীতে প্রবেশ করলে অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়। একাধিক ইন্ডোর অ্যালার্জেন্সের কারণে শীতকালে অ্যালার্জির উপসর্গ ও সমস্যা দুই-ই বাড়ে।

এ বার দেখে নেওয়া যাক অ্যালার্জির সাধারণ উপসর্গ-

হাঁচি গলায় সংক্রমণ নাক দিয়ে জল পড়াকানে চুলকানি চোখে জ্বালা ভাব নাক বন্ধ থাকায় শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা কম তাপমাত্রার জ্বর

ত্বকে সংক্রমণ অ্যালার্জির চিকিৎসা

বালিশের কভার, বিছানার চাদরে যাতে ধুলো না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন

বিছানার চাদর, কুশন কভার, বাড়িতে পরার জামাকাপড় নিয়মিত গরম জল ও সাবানে কাচুন ঘরের আর্দতা বজায় রাখতে ডিহিউমিডিফিয়ার ব্যবহার করুন প্রয়োজনে বাড়ির সব ঘর নিয়মিত ঝাঁট দিতে হবে। মুছতে হবে। দরকার হলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করতে হবে।

রান্নাঘরে যেন খাবারে কোনও টুকরো পড়ে না থাকে, লক্ষ রাখুন সেদিকেও বাড়িতে যেন কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড়ের উপদ্রব না বাড়ে, তার যত্ন নিতে হবে। রান্নাঘর ও বাথরুমের পাইপে ছিদ্র থাকলে মেরামত করে নিন। যাতে সেখান দিয়ে পোকামাকড় ঢুকে না পড়ে। নিয়মিত সাফসুতরো রাখুন পোষ্যদের। লিভিংরুম, রান্নাঘরে যত সম্ভব পরিষ্কার রাখুন। অ্যালার্জির উপসর্গ ঠিক করা যায় ঘরোয়া উপকরণে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার পথেও হাঁটতে পারেন। সমস্যার সমাধানে অ্যালার্জির ওষুধ নিন এবং ন্যাজাল স্প্রে নিন।

ঝাল খেলে চর্বি কমবে একথা পুরোপুরি ঠিক নয়

অতিরিক্ত মসলাদার খাবার ক্ষতিকর। অন্যদিকে ঝাল খাবার বিপাক বাড়ায়।

আর ঝাল খাবার খেয়ে বিপাকক্রিয়া বাড়িয়ে যারা ভাবছেন দেহের চর্বি গলানোর প্রক্রিয়া দ্রুত করছেন, তাদের জন্য খবর হল এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 'মেডিকেল নিউজ টুডে'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ জিলিয়ান কুবালা বলেন, "মরিচে রয়েছে ক্যাপসেসিন, যে কারণে ঝাল অনুভূত হয়।" "এই উপাদান দেহের মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়া বাড়ায় ঠিকই তবে তা যখন সম্পূরক যৌগ বা 'কনসানট্রেটেড সাপ্লিমেন্ট' হিসেবে গ্রহণ করা হয়।" তিনি আরও বলেন, "রান্না করা খাবারে যে পরিমাণ ঝাল গ্রহণ করা হয় তা সাধারণত বিপাক বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট নয়।"

'ইউএস ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেল'য়ের অনলাইন সাময়িকী 'পিএমসি'তে ২০১৭ সালে প্রকাশিত চীনা গবেষকদের করা পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ১৩৫ মি.লি. গ্রাম ক্যাপসেসিন সাপ্লিমেন্ট একটানা তিন মাস খাওয়ার ফলে 'বিশ্রামরত অবস্থায় শক্তি খরচ করতে সহায়তা করতে পারে'। শুধু তাই নয়, গবেষকরা আরও জানান, লাল মরিচে থাকা ক্যাপসেসিন যদি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা যায় তবে ক্যান্সার, প্রদাহ, রিউমাটয়েড আর্থাইটিস এমনকি স্মৃতিভ্রংশের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতেও সহায়তা করতে পারে।

যে খাবার আয়ু বাড়াতে পারে

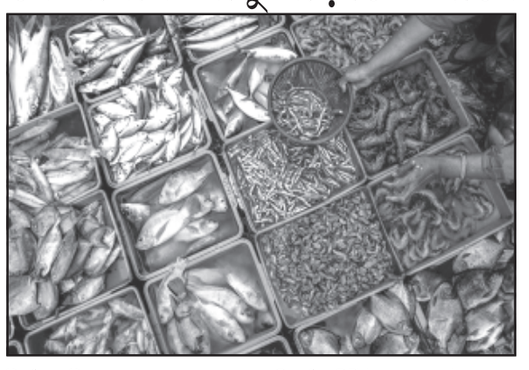

দীর্ঘ সুস্থ জীবন পার করতে সহায়তা করতে পারে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। আর এই উপাদানের উৎস সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছ।

আর গবেষকদের মতে, খাবার তালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দিয়ে পুষ্টিকর কিছু খাবার যোগ করে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি দীর্ঘায়ু অর্জন করা সম্ভব। তৈলাক্ত মাছ খাওয়া পাঁচ বছর আয়ু বাড়ায় 'দ্য আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশন' জার্নালে স্পেনের 'হসপিটাল ডেল মার মেডিকেল রিসার্চইন্সটিটিউট (আইএমআইএম)' ও 'দ্যা ফ্যাটি অ্যাসিড রিসার্চইন্সটিটিউট'য়ের সমন্বয়ে করা গবেষণার প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড মৃত্যুর ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করে।

গবেষকদলটি 'ফ্রেমিং অফস্প্রিং কোহোর্ট' নামে একটি দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা চালায়। যেখানে ১৯৭১ সাল থেকে ম্যাসাচুসেটস শহরের অধিবাসীদের ৬৫ বছর বয়স্ক ২,২৪০ জন মানুষের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে করা হয়। এবং এই পর্যবেক্ষণের সময়কাল ছিল গড়ে প্রায় ১১ বছর।

ঝাড়গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রথম ডোজের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা

ঝাড়গ্রাম, ২৮ নভেম্বর (হি. স.) : যারা এখনও করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম প্রথম ডোজ নেয়নি তাদের জন্য ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রথম ডোজের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল।এদিন রবিবার গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে বিভিন্ন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলির অধীন গ্রামের বাসিন্দাদের টিকা দেওয়া হয়।

ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এখনও বহু মানুষ জন করোনার টিকার প্রথম ডোজও নেন নি।বিশেষ করে প্রবীন,বয়স্ক মানুষ অনেকেই আছেন যারা একটিও টিকার ডোজ নেন নি।তাই ভ্যাকসিন পৌছাল দুয়ারে।উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রর দিদিমনিরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকা দিয়ে এসেছেন।গোপীবল্লভপুর এক ব্লকে মোট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে ২১ টি।এরমধ্যে একটি কেন্দ্রের অধীন গ্রামগুলিতে প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া হয়েছে শনিবার।এদিন রবিবার ব্লকের বাকি কুড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রথম ডোজের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ব্লকের গ্রামীন হাসপাতাল থেকে দ্বিতীয় ডোজের টিকা নিচ্ছেন মানুষ জন।বলে জানা গিয়েছে ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে। এই বিষয়ে গোপীবল্লভপুর এক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক জি সিং বলেন, ' বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন সাব সেন্টার গুলির অধীন গ্রামের মানুষ জনকে প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। '

সমীক্ষায় যাঁরা জন সমর্থন হারিয়েছেন তাদেরকেই দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে

কলকাতা,২৮ নভেম্বর (হি. স.): বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর চোখ পুরসভার ভোটের দিকে। আগামী ১৯ ডিসেম্বর পুরভোট। ইতিমধ্যেই পুরভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রসঙ্গে """ সমীক্ষায় যাঁরা জন সমর্থন হারিয়েছেন তাদেরকেই দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে"""" রবিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তোপ কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের।

তৃণমূলের তরফে পুরভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলেও অনেককেই সেই তালিকা থেকে রাখা হয়েছে বাদ। এমনকি বাদ পড়ে দুই বিদায়ী কাউন্সিলর কংগ্রেসের প্রতীকে প্রার্থী হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে এদিন ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, """"কংগ্রেস সম্পর্কে এখন যত কম বলা যায় ততই ভাল। সমীক্ষায় যাঁরা জনসমর্থন হারিয়েছেন দল তাঁদেরই প্রার্থী করেনি। আসলে তাঁদের মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। মানুষ যাঁদের উপর রেগে আছেন যাঁরা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচারণ করেছেন তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস এখন তৃণমূলের যাঁরা টিকিট পাননি তাঁদের প্রার্থী করছে। তা হলে বোঝাই যাচ্ছে কংগ্রেস কী ভাবে বেঁচে থাকতে চাইছে। তাই যাঁরা কংগ্রেসে যাচ্ছেন তাঁরা ল্যাংড়া প্লেয়ার """"।

প্রদীপ দত্তরায়ের গ্রেফতার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ সরকার নেবেই

তেজপুর (অসম), ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নিত করতে যে ব্যক্তিই তৎপর হবে, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবেই। বিভেদকামী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে কোনও অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকার কঠোর থেকে কঠোরতম পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর। শিলচরে বিডিএফ -এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়কে গ্রেফতারের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই হুঙ্কার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় তেজপুরের কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলারমাঠে রাজ্যের মাইক্রো ফিনান্সের ঋণগ্রহীতা মহিলাদের ঋণ মকুব প্রক্রিয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সভামঞ্চ থেকে নামলে উপস্থিতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথাগুলি বলছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বরাকের সরকারি ভাষা হল বাংলা। এতে কোনও দ্বিমত নেই। বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তা বলে বরাক উপত্যকায় রাজ্য ভাষা অসমিয়ায় সরকারি হোর্ডিং লেখা যাবে না, এমন কথা তো সংবিধানের কোথাও উল্লেখ নেই ! বরাকে বৃহৎসংখ্যক অসমিয়া মানুষের বসবাস। বাংলা ভাষায় সরকারি হোর্ডিং লেখা থাকলে তাঁদের বুঝতে স্বাভাবিক ভাবেই অসুবিধা হবে। যে-হেতু রাজ্য ভাষা অসমিয়া, সে-হেতু সমগ্র অসমেই সরকারি হোর্ডিং অসমিয়া ভাষায় লেখা হয়ে থাকে। এতে তো কারোর আপত্তি থাকার কথা নয়।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও যদি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় বাংলায় কোনও সাইনবোর্ড লেখা থাকে তা হলে অসুবিধা কোথায় ? ড় শর্মা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, সেখানের হোটেলগুলোতে বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় সাইনবোর্ড লেখা থাকে। তা বলে ওড়িশার মানুষ তো কোনও ধরনের আপত্তি করেন না। প্রদীপ দত্তরায়ের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষই কেবল এমন ভাষা বিদ্বেষী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে থাকেন। বরাকের দায়িত্বশীল সুশীলসমাজ অবশ্য প্রদীপ দত্তরায়ের এ ধরনের বিদ্বেষমূলক কর্মকাণ্ডকে কখনও প্রশ্রয় দেন না। বরাকের জনগণও নিজেদেরকে অসমবাসী বলে পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করেন বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় সড়কের পাশে গড়ে ওঠা ধাবাগুলিতেও পাঞ্জাবী, গুজরাটি ভাষায় সাইনবোর্ড লেখা থাকে। সেক্ষেত্রেও তো কোথাও কেউ আপত্তি করেন না, বা এ নিয়ে হাঙ্গামাও করেন না? প্রদীপ দত্তরায়ের ঘটনা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের জনগণ সরকারের সঙ্গে রয়েছেন। বিদ্বেষমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রদীপ দত্তরায়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, বরাকবাসী এর জন্য সরকারের প্রশংসা করেছেন বলেও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আদালতের নির্দেশে বৃদ্ধাকে বাড়িতে ফেরাল পুলিশ

বাকুঁড়া, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) :আদালতের নির্দেশে বৃদ্ধাকে নিজ বাড়িতে ফেরাল পুলিশ।আজ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাকুঁড়া শহরের পালিতবাগানে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পালিত বাগানের বাসিন্দা শেফালি দত্ত তার অবিবাহিত কন্যাকে নিয়ে বাস করতেন।গত ২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল বৃদ্ধার ছোট ছেলেও বৌমা বৃদ্ধাকে প্রচন্ড মারধোর করে বলে বাকুঁড়া সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।তার ছেলে ও বৌমা তাকে প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতো বলে ও অভিযোগ করেন।এরই মাঝে ২০১৭ সালে বৃদ্ধার মেয়ে আত্মহত্যা করে।ছোট ছেলে প্রবীর ও বৌমার অত্যাচারে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় বলে সে সুইসাইড নোটে উল্লেখ করে।এই মর্মে থানায় অভিযোগ করেন।অবশেষে বৃদ্ধা নিরাপত্তার অভাবে আসানসোলে ছোট মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন।তারপর আদালতের শরনাপন্ন হন। বৃদ্ধার আইনজীবী সৌগত মিশ্র জানান কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি দীর্ঘ শুনানির পর বৃদ্ধাকে উপযুক্ত নিরাপত্তা সহ বাড়িতে বসবাসের ব্যবসার নির্দেশ দেন।সেইমতো পুলিশ আজ বৃদ্ধাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন।

গাছ কাটা দেখতে গিয়ে বিপত্তি

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি. স.): আনন্দই হল কাল। গাছ কাটা দেখতে গিয়ে বিপত্তি। রবিবার নিউটাউনের হাতিয়ারার মাঝেরপাড়া এলাকায় গাছ কাটা দেখতে গিয়ে প্রাণ গেল খুদের। একেই করোনা আতঙ্কে নাজেহাল শহরবাসী। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। কিন্তু তারই মাঝে বিপত্তি। নিউটাউনের হাতিয়ারার মাঝেরপাড়া এলাকায় ইকো পার্কের হাতিয়ারা এলাকার বাসিন্দা বছর ৯-র এক শিশু হাতিয়ারা এলাকার একটি আবর্জনায় ভরা জায়গায় যায়। সেই জায়গাটি পরিস্কার করা হচ্ছিল। আর সেই জায়গায় কয়েকটি নারকেল গাছও থাকায় কাটা হচ্ছিল। দড়ি বেঁধে গাছগুলি কাটা হলেও সেই দড়ি ধরে ছিল এলাকার বাচ্চারা। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। ওই গাছ শিশুর ওপর এসে পড়ে এরপরেই মৃত্যু ঘটে শিশুটির। ঘটনায় শোকের ছায়া ওই খুদের পরিবারে।

পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট প্রার্থীর দেওয়াল লিখন শুরু

কলকাতা,২৮ নভেম্বর (হি. স.): আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার ভোট। কলকাতা পুরসভার ১৪৪ ওয়ার্ডে পুরভোট। ইতিমধ্যেই পুরভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল সিপিএম।এরই মাঝে রবিবার ছুটির দিনে কলকাতা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট প্রার্থীর দেওয়াল লিখন শুরু। গত কয়েকদিন ধরেই রাজনৈতিক দল গুলোর নজর ছিল পুরসভা ভোটের দিনক্ষণের দিকেই। কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ড সহ হাওড়ায় পুরভোট। শোনা যাচ্ছিল ১৯ ডিসেম্বর হতে পারে কলকাতা পুরসভার ভোট। সেই দিনেই সিলমোহর দিয়ে কলকাতা পুরভোটের দিনক্ষণের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে ভোটগ্রহণ করা হবে। গত বৃহস্পতিবার থেকেই কলকাতা পুরভোটের মনোনয়ন জমার কাজ শুরু হয়েছে। ২১ ডিসেম্বর কলকাতা পুরভোটের গণনা। পুরভোটের দিন ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক দলগুলোর অন্দরে শুরু ব্যস্ততা। রবিবার কলকাতা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট প্রার্থীর দেওয়াল লিখন শুরু হয়। কলকাতা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী মাধব বসু দেওয়াল লিখন চলে।

২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৭১৫ জন

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি. স.): কিছুতেই করোনা হানা পিছু ছাড়ছেনা করোনা। ফের ৭০০ পারলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৭১৫ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭১৫ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৬, ১৪,৮৬৪।

দুর্ঘটনা ঠেকাতে পরিত্যাক্ত আবাসন ভাঙার কাজ শুরু করল ইসিএল

দুর্গাপুর, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : অবৈধ দখলদারি করে দুস্কৃতিদের আঁখড়া তৈরী হচ্ছিল। তার সঙ্গে ধসে ভেঙে পড়ছিল পরিত্যাক্ত আবাসন। এবার দুর্ঘটনা ঠেকাতে পরিত্যাক্ত আবাসন ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করল ইসিএল। রবিবার ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার কুমারডিহি (বি) কোলিয়ারি-তে বেশকিছু পরিত্যক্ত আবাসন ভাঙা হল। অশান্তি রুখতে মোতায়ন ছিল সিআইএসএফ বাহিনী।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকবছর ধরেই ইসিএলের পরিত্যাক্ত আবাসনে অবৈধ দখলদার কব্জা করছিল। ঝুঁকি নিয়ে চলছিল বসবাস। আবার কোথাও দুস্কৃতিদের স্বর্গরাজ্যে পরিনত হয়েছিল।

নানান সময়ে ওইসব অবৈধ দখলদার নিয়ে প্রশ্ন যেমন উঠেছে। তেমনই দখলদার উচ্ছেদ করতে কালঘাম ছুটছে ইসিএলের। তার ফলে বিপজ্জনক ওইসব আবাসনে ধস কিম্বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভেঙে পড়লে প্রানহানিরও ঘটনা ঘটেছে। বছর কয়েক আগে জামবাদ কোলিয়ারি এলাকায় ধসে পরিত্যাক্ত আবাসনে দখল করে থাকা কয়েকটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক মহিলা ধসে তলিয়ে মারা যায়। ঘটনার পর মোটা অঙ্কের ক্ষতিপুরণ তার সঙ্গে পুনরবাসনের দাবী উঠেছিল। আর তাতেই আরও বিপাকে যেমন পড়েছে, তেমনই লোকসানের বহর গুনতে হয়েছে ইসিএলকে।

জানা গেছে, ইসিএলের ১৪ টি এরিয়ায় প্রায় ৭০ হাজার আবাসন রয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ৫ হাজার অবৈধ দখলদারদের কব্জায়। তারমধ্যে বেশ কিছু আবাসন অসুরক্ষিত ঘোষনাও করে। কিন্তু, তারপরও পরিত্যাক্ত ওইসব আবাসনে দখল করে ঝুঁকি নিয়ে চলছিল বসবাস।

সম্প্রতি খনি সংস্থা ইসিএলের বিভিন্ন কোলিয়ারির দখল করা আবাসন গুলি খালি করার নির্দেশ দেয় আদালত। নির্দেশ কার্যকর করতে মাঝেমধ্যেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় সংস্থার পক্ষে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে ফের দখল করে আবাসন গুলিতে থাকতে শুরু করে বহিরাগতরা বলে অভিযোগ। পরিত্যাক্ত জরাজীর্ণ আবাসনগুলিতে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটে। তাই এবার দুর্ঘটনা ঠেকাতে পরিত্যক্ত আবাসন গুলি দখলমুক্ত করতে কোমর বেঁধে নামে ইসিএল। সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে রবিবার বাকোলা এরিয়ার কুমারডিহি 'বি' কোলিয়ারি-তে পরিতক্ত আবাসন গুলি ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়। বুলডোজার ও জেসিবি মেশিন দিয়ে এদিন ভেঙ্গে ফেলা হয় দো''তালা ষোলটি আবাসন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অভিযান চলার সময় সংস্থার আধিকারিক এর পাশাপাশি এলাকায় মোতায়েন ছিল পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ ও সংস্থার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ জাওয়ানরা। যদিও শেষ পর্যন্ত বিনা বাধাতেই অভিযান সম্পূর্ণ হয় বলে জানান কোলিয়ারির আধিকারিকরা।

ইসিএলের কার্যনির্বাহী আধিকারিক নিলাদ্রী রায় জানান, ' পরিত্যক্ত আবাসন গুলি অসুরক্ষিত ছিল। ঘোষনার পরও দখল করে অনেক পরিবার অবৈধভাবে বসবাস করছিল। দুর্ঘটনাও ঘটত। কিন্তু তারপর দুর্ঘটনা ঠেকাতে দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু দখলমুক্ত করতে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। আদালতের নির্দেশে দখল মুক্তের পাশাপাশি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। এদিন বেশ কিছু আবাসন ভেঙ্গে ফেলা হয়। পরিত্যাক্ত বাকি আবাসনগুলিও ভাঙ্গা হবে।'

ঐতিহ্য বাহী আলপনী মহিলার সমিতির পথের ধারে বসে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে বিজয়াসম্মলনী

শান্তিনিকেতন, ২৮ নভেম্বর (হি. স.) : শতবর্ষ পুরানো ঐতিহ্যবাহী আলাপিনী মহিলা সমিতির সদস্যদের পথের ধারে বসে অনুষ্ঠান সভা। এর কারণ বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য, বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস চত্বরে তাদের নতুন বাড়ি নামে একটি সভাগৃহ ছিল মাটির তৈরি।সেই সভাগৃহ আলাপনী মহিলার সমিতির থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। এমনকী তাদের ওই সভাগৃহের জিনিস ও আসবাস পত্র,তারা অধিগ্রহণ করে রাখে।পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ফেরত দেওয়া হয়।তবে শতবর্ষ চিরাচরিত প্রথা মেনে বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রবীন্দ্র আর্দশে তারা পালিত করে যাচ্ছে।

কিন্ত বিশ্বভারতীর কতৃপক্ষ তাদের সভাগৃহ নিয়ে নেওয়ার পর তারা শান্তিনিকেতন রোডের পথের ধারে আম্রকুঞ্জ গেটের সামনে মহিলার সমিতির সভাগৃহের কাজকর্ম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত করে থাকে।তেমন এদিন সকল সদস্যরা, একত্রিত হয়ে বিজয়া সন্মালনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করে।এই আলাপনী মহিলা সমিতির গঠন নিয়ে রবীন্দ্র পরিবারের বৌঠান দের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এমনকী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ভ্রাতুষ্পুত্র এই সমিতির সদস্য ছিলেন। এছাড়া নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন এর মাতা অমৃতা সেন ও এই সমিতির সদস্য ছিলেন। আলাপনী মহিলা সমিতি সদস্য অর্পনা দাস মহাপাত্র জানিয়েছেন যে ,বিশ্বভারতীর তাদের নতুন বাড়ি নিয়ে নেওয়ার পর পথের ধারে বসে বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সভার কাজ অনুষ্ঠিত হয়।

পুর ও নগর ভোট ঃ একনজরে ফলাফল

ক্রমিক নং	পুর ও নগর	ওয়ার্ড সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা	সংখ্যা	আসন জিতেছে: তৃণমূল	বিজেপি	সিপিএম	নির্দল	মোট	সংখ্যাগরিষ্ঠ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ধর্মনগর পুর পরিষদ	২৫	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	২৪		২৪			২৪	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১		১			১	
			মোট আসন জয়ী		০	২৫	০	০	২৫	
২	পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত	১৩	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৩		১২	১		১৩	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা						০	
			মোট আসন জয়ী		০	১২	১	০	১৩	
৩	কৈলাসহর পুর পরিষদ	১৭	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৭		১৬	১		১৭	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা						০	
			মোট আসন জয়ী		০	১৬	১	০	১৭	
৪	কুমারঘাট পুর পরিষদ	১৫	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৫		১৫			১৫	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা						০	
			মোট আসন জয়ী		০	১৫	০	০	১৫	
৫	আমবাসা পুর পরিষদ	১৫	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৫	১	১২	১	১	১৫	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা						০	
			মোট আসন জয়ী		১	১২	১	১	১৫	
৬	কমলপুর নগর পঞ্চায়েত	১১	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১১		১১			১১	
			মোট আসন জয়ী		০	১১	০	০	১১	
৭	খোয়াই পুর পরিষদ	১৫	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	৮		৮			৮	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	৭		৭			৭	
			মোট আসন জয়ী		০	১৫	০	০	১৫	
৮	তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ	১৫	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৫		১৫			১৫	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০						
			মোট আসন জয়ী		০	১৫	০	০	১৫	
৯	জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত	১১	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১		১			১	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১০		১০			১০	
			মোট আসন জয়ী		০	১১	০	০	১১	
১০	রানিরবাজার পুর পরিষদ	১৩	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৩		১৩			১৩	
			মোট আসন জয়ী		০	১৩	০	০	১৩	
১১	মোহনপুর পুর পরিষদ	১৫	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৫		১৫			১৫	
			মোট আসন জয়ী		০	১৫	০	০	১৫	
১২	আগরতলা পুর নিগম	৫১	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	৫১		৫১			৫১	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	
			মোট আসন জয়ী		০	৫১	০	০	৫১	
১৩	মেলাঘর পুর পরিষদ	১৩	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১১		১১			১১	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	২		২			২	
			মোট আসন জয়ী		০	১৩	০	০	১৩	
১৪	বিশালগড় পুর পরিষদ	১৫	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৫		১৫			১৫	
			মোট আসন জয়ী		০	১৫	০	০	১৫	
১৫	সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত	১৩	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৩		১৩			১৩	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	
			মোট আসন জয়ী		০	১৩	০	০	১৩	
১৬	অমরপুর নগর পঞ্চায়েত	১৩	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৩		১৩			১৩	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	
			মোট আসন জয়ী		০	১৩	০	০	১৩	
১৭	উদয়পুর পুর পরিষদ	২৩	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	২৩		২৩			২৩	
			মোট আসন জয়ী		০	২৩	০	০	২৩	
১৮	বিলোনীয়া পুর পরিষদ	১৭	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৭		১৭			১৭	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	
			মোট আসন জয়ী		০	১৭	০	০	১৭	
১৯	শান্তিরবাজার পুর পরিষদ	১৫	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৫		১৫			১৫	
			মোট আসন জয়ী		০	১৫	০	০	১৫	
২০	সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত	৯	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	৯		৯			৯	বিজেপি
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	০					০	
			মোট আসন জয়ী		০	৯	০	০	৯	
	রাজ্য	৩৩৪	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	২২২	১	২১৭	৩	১	৩৩৩	
			বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১১২		১১২			১১২	
			মোট আসন জয়ী		১	৩২০	৩	১	৩৩৪	

প্রয়াত করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলাই চক্রবর্তী

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলাই চক্রবর্তী আর নেই। আজ রবিবার সকাল ৯.১০ মিনিটে শিলচরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন করিমগঞ্জ। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। মৃত্যুকলে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ।

করিমগঞ্জ জেলার প্রবীণ এই আইনজীবীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়, সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বিধায়ক বিজয় মালাকার, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, জেলা বিজেপির মুখপাত্র নিশিকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যিনি আদালত থেকে আইনজীবী বার পর্যন্ত দাঁপিয়ে বেড়াতেন, সেই প্রবীণ আইনজীবী তথা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারের সভাপতি বলাই চক্রবর্তীকে আজ চোখের জলে শেষ বিদায় জানিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এবং করিমগঞ্জ বার এসোসিয়েশন। প্রয়াত আইনজীবী বলাই চক্রবর্তীর নিথর দেহ তাঁর কর্মস্থল করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারে নিয়ে আসা হলে এখানে এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। করিমগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশন এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারের আইনজীবীরা খবর পেয়ে বারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রয়াত বলাই চক্রবর্তীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারের সম্পাদক রাজুচন্দ্র দেব, উপ-সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী, প্রবীণ আইনজীবী বিধান ভট্টাচার্য, অদিতি দাস, বিশ্ববরণ বরুয়া, আফতাবুর রহমান, জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, করিমগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আতিকুলবারী চৌধুরী, সম্পাদক দুলুরঞ্জন দাস, বিপ্লব দেব, দিলীপ দাস সহ অন্যান্য আইনজীবীগণ এবং ফৌজদারি আদালতের কর্মী রেহান উদ্দিন, বিমল দেব প্রমুখ প্রয়াত বলাই চক্রবর্তীর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।উল্লেখ্য, প্রয়াত আইনজীবী বলাই চক্রবর্তীর মূল বাড়ি বদরপুরের উমরপুর গ্রামে। ১৯৯৪ সালে তিনি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারে একজন আইনজীবী হিসেবে সদস্যপদ গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন দাপটের সঙ্গে তিনি আইন ব্যবসা করেছেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বারে দু দফায় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। সিভিল ও ক্রিমিনাল মামলাসমূহ সমান্তরাল গতিতে চালানো সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া করিমগঞ্জ শাখার আইনি পরামর্শদাতা হিসেবেও দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করে গেছেন প্রয়াত বলাই চক্রবর্তী।

জানা গেছে, প্রয়াত বলাই চক্রবর্তী গত শুক্রবার রাতে নিজের বাড়িতে অসুস্থতা বোধ করলে তাঁকে তড়িঘড়ি শ্রীগৌরী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক থাকায় চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে শিলচর ভ্যালি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে আইসিইউতে রেখে তাঁর চিকিৎসা চললেও ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ সকালে তিনি ইহলোকের মায়া ছেড়ে পরলোক ধামে পাড়ি দিয়েছেন।

ত্রিপুরার পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েতে দলের বিপুল জয়ে শুভেচ্ছা জানালেন মোদী-শাহ-নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : আগরতলা সহ ত্রিপুরার সব পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েতে বিপুল জয়লাভ করেছে বিজেপি। আর এই বিপুল জয়ের জন্য ত্রিপুরাবাসীকে ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ত্রিপুরার পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েতে দলের বিপুল জয়ে টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন ত্রিপুরা ভোটের ফল প্রকাশ হতেই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডাও একাধিক টুইট করে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের।

ত্রিপুরায় তৃণমূলের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গিয়েছে বিরোধীরা। সিপিএমের হাত থেকেও আগরতলা পুরসভা ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। বিরোধীদের ভোট কাটাকাটিতে আগরতলার ৫১টি ওয়ার্ডের সবকটাতেই জিতেছে বিজেপি। যার জন্য ত্রিপুরাবাসীকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন টুইটারে তিনি লেখেন, 'ত্রিপুরার জনগণ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে- তাঁরা সুশাসনের রাজনীতি পছন্দ করেন। ত্রিপুরায় বিজেপিকে সমর্থনের জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাদের ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য আরও শক্তি দেবে এই আশীর্বাদ।'

ত্রিপুরার পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েতে দলের বিপুল জয়ে টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।এদিন টুইটারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন পৌর নির্বাচনে বিজেপিকে বেছে নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার প্রিয় ভাই ও বোনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই ফলাফল আবারও প্রমাণ করলো বিজেপির উন্নয়নের রাজনীতিতে মানুষের অটুট আস্থা আছে। এই জনরায় মা ত্রিপুরাসুন্দরীর মহান ভূমির সেবা করার জন্য আমাদের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করবে।

অপর আর এক টুইটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এবং সভাপতি মানিক সাহাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি লেখেন, আমাদের পরিশ্রমী কার্যকর্তাগণ, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এবং সভাপতি মানিক সাহাকে জীকে এই বিশাল বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি ত্রিপুরার জনগণকে আশ্বস্ত করছি, প্রধানমন্ত্রীর পথনির্দেশনায় বিজেপি রাজ্যের কল্যাণে বরাবরের মতোই কাজ করে যাবে।

এদিন ত্রিপুরা ভোটের ফল প্রকাশ হতেই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডাও একাধিক টুইট করে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। টুইটে তিনি লেখেন, এই জয় জাতীয়তাবাদী শক্তির, বিবর্তনীয় চিন্তাধারার জয়। রাজ্যের জনগণ বিঘ্নকারী শক্তি, যারা হিংসা ও বিতর্কের রাজনীতি করে এবং যারা ত্রিপুরাকে অপমান করে তাদের প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নের রাজনীতিতে তাদের স্ট্যাম্প লাগিয়েছে। ত্রিপুরার জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাবল ইঞ্জিন নীতি, তার জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতিতে জনগণের বিশ্বাসের প্রতীক।

এদিন, আগরতলা সহ ত্রিপুরার সব পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েতে বিজেপির বিপুল জয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, বিজেপির সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ প্রমুখ।

এদিকে, ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতেই বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে বিপ্লব দেব বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে পুরভোটেও এই জয়ের প্রভাব পড়বে। ত্রিপুরাকে ছোট রাজ্য, ছোট মানুষ করে দেখা হচ্ছিল। তাই এই জয় সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর। বারবার ত্রিপুরার মানুষকে আক্রমণ করা, আজই তারই জবাব দিয়েছে ত্রিপুরাবাসী।'

বিরোধী শূণ্য পুর নিগম

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির শর্মিষ্ঠা বর্ধন। তিনি পেয়েছেন ৪,৯৭৯টি ভোট। ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিজয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির জগদীশ দাস। তিনি পেয়েছেন ৩,৯৭২টি ভোট। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সুপর্ণা দেবনাথ। তিনি পেয়েছেন ২,৯৭০টি ভোট। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির লতা নাথ। তিনি পেয়েছেন ২,৫৮৫টি ভোট। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মিঠুন দাস বৈষ্ণব। তিনি পেয়েছেন ৩,২৩৬টি ভোট। ৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির জয়া ধানুক। তিনি পেয়েছেন ২,৫০৬টি ভোট।

৮ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পা সরকার (সেন)। তিনি পেয়েছেন ২,৭২১টি ভোট। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তম কুমার ঘোষ। তিনি পেয়েছেন ৫,৩৩৩টি ভোট। ১০ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সোমা মজমদার (দেবনাথ)। তিনি পেয়েছেন ৩,০৪৫টি ভোট। ১১ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির হীরালাল দেবনাথ। তিনি পেয়েছেন ২,০৪৬টি ভোট। ১২ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সান্তনা সাহা। তিনি পেয়েছেন ২,২৮৯টি ভোট। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদীপ চন্দ। তিনি পেয়েছেন ৪,৩০৮টি ভোট। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির স্নিগ্ধা দাস (দেব)। তিনি পেয়েছেন ৩,৮৮৫টি ভোট। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির নিবাস দাস। তিনি পেয়েছেন ৪,৯৪৭টি ভোট। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির দীপক মজমদার। তিনি পেয়েছেন ২,৯১৯টি ভোট। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির শিখা ব্যানার্জি। তিনি পেয়েছেন ১,৩৩১টি ভোট। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অভিষেক দত্ত। তিনি পেয়েছেন ১,৮৮০টি ভোট। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির ভাস্বতী দেববর্মা। তিনি পেয়েছেন ১,০২৬টি ভোট। ২০ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রত্না দত্ত। তিনি পেয়েছেন ২,৭০৬টি ভোট। ২১ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির ড. অলক ভ-াচার্য। তিনি পেয়েছেন ৩,৪৩১টি ভোট।

২২ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির হিমানি দেববর্মা। তিনি পেয়েছেন ১,৪২২টি ভোট। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মণিমুক্তা ভ-াচার্য (মজমদার)। তিনি পেয়েছেন ২,৬৩২টি ভোট। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সুখময় সাহা। তিনি পেয়েছেন ২,৫৪৭টি ভোট। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সীমা দেবনাথ। তিনি পেয়েছেন ২,৫৭২টি ভোট। ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির শিল্পী দেওয়ান (দাস)। তিনি পেয়েছেন ২,৭৯৩টি ভোট। ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সুভাষ ভৌমিক। তিনি পেয়েছেন ২,৯৭৮টি ভোট। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির নন্দদুলাল দেবনাথ। তিনি পেয়েছেন ২,৯৯৯টি ভোট। ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রুমা দাস (সাহা)। তিনি পেয়েছে ৩,৭৭৬টি ভোট। ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির পিন্টু র'ন দাস। তিনি পেয়েছেন ২,৬৭৮টি ভোট। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অ'না দাস। তিনি পেয়েছেন ৩,০৬১টি ভোট। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির শিল্পী সেন। তিনি পেয়েছেন ৩,০০১টি ভোট। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অভিজিৎ মল্লিক। তিনি পেয়েছেন ৩,৩১৯টি ভোট। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির জাহ্নবী দাস চৌধুরী। তিনি পেয়েছেন ১,৮৪৫টি ভোট। ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির তুষার কান্তি ভ-াচার্য। তিনি পেয়েছেন ৩,৪১৫টি ভোট। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির নীতু দে। তিনি পেয়েছেন ৫,২৭৮টি ভোট। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির বাপী দাস। তিনি পেয়েছেন ৪,২৬৪টি ভোট।

৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অ'না দাস। তিনি পেয়েছেন ৩,৪৯৯টি ভোট। ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অলোক রায়। তিনি পেয়েছেন ৩,৩১১টি ভোট। ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পা সরকার (চৌধুরী)। তিনি পেয়েছেন ৩,২৮১টি ভোট। ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অভিজিৎ ঘোষ। তিনি পেয়েছেন ৩,৩৭১টি ভোট। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সাথী রুদ্রপাল (রায়)। তিনি পেয়েছেন ৪,৩৯৫টি ভোট। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মণিকা দাস (দত্ত)। তিনি পেয়েছেন ৩,৬৯৩টি ভোট। ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী। তিনি পেয়েছেন ২,৭০৯টি ভোট। ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অপু আঢ্য (দত্ত)। তিনি পেয়েছেন ৩,৪৪১টি ভোট। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রসেনজিৎ লোধ। তিনি পেয়েছেন ২,৪৮১টি ভোট। ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মীনা রাণী সরকার। তিনি পেয়েছেন ৩,৬০৬টি ভোট। ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সবিতা কর। তিনি পেয়েছেন ২,৯৮০টি ভোট। ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির হরিসাধন দেবনাথ। তিনি পেয়েছেন ৩,৪০৫টি ভোট। ৫০ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রিংকি দাস। তিনি পেয়েছেন ৩,৯১৫টি ভোট। ৫১ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সুশান্ত চন্দ ভৌমিক। তিনি পেয়েছেন ৪,১৫৭টি ভোট।

কলকাতা পুরভোট : তালা ঝুলিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বিক্ষোভ কর্মীদের

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : কলকাতা পুরভোটে দলের প্রার্থিতালিকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ অসন্তোষ প্রদেশ কংগ্রেসের অন্দরে। রবিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করে কংগ্রেস নেতৃত্ব। তার আগেই প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বিক্ষোভ দেখালেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে তালাও ঝুলিয়ে দেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।

শনিবার কলকাতা পুরসভার ৬৬টি ওয়ার্ডের জন্য প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। এবার দ্বিতীয় প্রার্থিতালিকা প্রকাশের আগে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের একাংশের দাবি, টিকিট নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে দল করছেন, তাঁদের প্রাধান্য না দিয়ে নতুনদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করেই কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে হয়েছে। সূত্রের খবর, বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে তালাও ঝুলিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা।

রবিবার সন্ধ্যায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে মূলত ১৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মীরা এসে বিক্ষোভ দেখান বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, স্থানীয় নেতৃত্বের তরফে তিনটি নাম পাঠানো হয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। তা অগ্রাহ্য করে অন্য এক জনকে প্রার্থী করা হয়েছে। যিনি ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দাও নন।

কংগ্রেসের প্রথম প্রার্থিতালিকায় ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হিসেবে পার্থ মিত্রের নাম নিয়ে ইতিমধ্যে দলের অন্দরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কো-অর্ডিনেটর তথা ১০ বছরের কাউন্সিলর পার্থকে এ বার টিকিট দেয়নি তৃণমূল। এর পরই কংগ্রেসের প্রকাশিত প্রার্থিতালিকায় তাঁর নাম দেখে বিষ্ময় তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে।

সাংবাদিক বৈঠকে তালিকা ঘোষণার সময় কলকাতার পুরভোটের দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক নেপাল মাহাত জানান, পার্থ কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতেই টিকিট দেওয়া হয়েছে। তার পর রবিবার সকালে ভোল বদল করে পার্থ জানান, তিনি তৃণমূলে আছেন। যার জেরে দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের আগে অস্বস্তিতে পড়তে কংগ্রেস নেতৃত্বকে। ওই নিয়ে দলের অন্দরে বিতর্কের মাঝে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভ ঘিরে নেতৃত্বকে আরও বেকায়দায় পড়তে হল। কংগ্রেস নেতৃত্ব বিক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করলেও এখনও প্রদেশ কংগ্রেস ভবনেই রয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

অসমে হিটলার রাজত্ব চলছে প্রদীপ দত্তরায়কে গ্রেফতার প্রসঙ্গে বিধায়ক তথা এপিসিসি কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ

গুয়াহাটি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : বাঙালি এবং বাংলা ভাষার অধিকার নিয়ে কথা বলা কি অপরাধ? ভাষা সার্কুলার আইন অনুযায়ী নিজের মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করার খাতিরে কথা বলা যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তা হলে এর আগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালিদের ঘরে ঢুকে মেরে ফেলব, বাংলাভাষীদের অসম-ছাড়া করব বলে যারা বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে বিজেপি সরকার কি কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছিল? যদি সে সময় তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে প্রদীপ দত্তরায়ের বিরুদ্ধে সরকারের এমন দ্বিচারিতা কেন? বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়কে গ্রেফতারের তীব্র সমালোচনা করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এমনই অনেক প্রশ্ন ছুঁড়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

প্রদীপ দত্তরায়ের বিরুদ্ধে মামলায় দেশদ্রোহীতার চার্জ আনা সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। আজ রবিবার দিশপুরে বিধায়ক আবাসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রদীপ দত্তরায়ের পক্ষ অবলম্বন করে কমলাক্ষ আরও বলেন, ভাষা সার্কুলার অনুযায়ী বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা বাংলা। সে অনুযায়ী বরাকের তিন জেলায় সরকারি অফিস আদালত সহ সরকারি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিঙে বাংলা ব্যবহার করা আবশ্যক। সম্প্রতি শিলচর রেল স্টেশনে জলজীবন মিশনের সরকারি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিঙে অসমিয়া ভাষা ব্যবহার করা নিয়েও আপত্তি তুলেছিলেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়।

অসমিয়ার বদলে বরাকে সরকারি হোর্ডিঙে বাংলা ব্যবহার করার দাবি কি দেশদ্রোহীতার অপরাধ? নিজের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার স্বার্থে কথা বলার জন্য দেশদ্রোহীতার মামলা দায়ের করার ঘটনাই প্রমাণ করে, বর্তমানে রাজ্যে হিটলার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর এই অভিযোগ তুলে কমলাক্ষ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। বলেন, তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যে একনায়কতন্ত্র চলছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদয়পুর নিজ নিজ এলাকায় বিজয় মিছিল করলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৮ শে নভেম্বর।। পুর ও নগর ভোটে উদয়পুর পুরপরিষদে বিরোধী দলের প্রার্থীর অভাবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উদয়পুর পুর পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী বলে নির্বাচন দপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়ার পর, রবিবার নিজ নিজ এলাকায় বিজয় মিছিল সংগঠিত করে জয়ী প্রার্থীরা। উদয়পুরের ২৩ জন প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষিত হলেন। সুবিশাল নজরকাড়া বিজয় মিছিল বের করেন উদয়পুর সোনামুড়া চৌমুহনী এলাকায়।

এই সুবিশাল বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা তথা ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী শীতল চন্দ্র মজুমদার, ২০নং ওয়ার্ডের বিজেপি দলের প্রার্থী শ্রীমতী অপু দাস এবং ২১ নং ওয়ার্ডে বিজেপি দলের প্রার্থী মান্নান মিয়া। অন্যদিকে ১৭ নং ওয়ার্ডের রাজারবাগ বিজেপি দলের প্রার্থী অনিতা দাস কাশারী এবং ছনবন এলাকায় ১৭ নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী অয়ন গোপ, ৩নং ওয়ার্ডের বিজেপি দলের প্রার্থী রেজাউল হুসেন, ৪ নং ওয়ার্ডের বিজেপি দলের প্রার্থী রত্না দে সুবিশাল বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন জনগনের চোখে তাক লাগিয়ে দেন।

বিজেপির ২৩জন প্রার্থীই পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ এলাকায় বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এদিন প্রত্যেকটি বিজয় মিছিলে বিজেপি দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। স্থানীয় স্তরে পৃথক পৃথক বিভিন্ন বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাধাকিশোরপুর মন্ডলের সভাপতি প্রবীর দাস , শক্তি কমিটির ইনচার্জ কুলক চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উদয়পুরে দূর্ঘটনায় আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৮ শে নভেম্বর।। আবারো সড়ক দুর্ঘটনা। এবারের ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত টেপানিয়া এলাকায়। মালবাহী অটো গাড়ির চালক মদমত্ত অবস্থায় ছিলো বলে অটো উল্টে গুরুতর আহত ৪ জন। আহত সবাই টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি। সংবাদ সংবাদ সূত্রে জানা যায় মৃতদেহ সৎকার শেষে মালবাহী অটো গাড়িটি করে বেশ কয়েকজন লোক নিজ বাড়িতে যাওয়ার সময় টেপানিয়া পাপিয়ামুড়া এলাকায় পৌছলে গাড়িটি উল্টে গিয়ে জমির মধ্যে পড়ে। এই ঘটনায় চার জন আহত হন। আহতদের স্থানীয় জনগণ টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত সবাই খবর লেখা পর্যন্ত গোমতি জেলা হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এই সংবাদ রাধাকিশোরপুর থানায় পৌছে রাধাকিশোরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাজীব দেবনাথ পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছান। মালবাহী অটো গাড়ির চালক মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন বলেই এই দুর্ঘটনা বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেন । এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

দীপক মজুমদারের

● প্রথম পাতার পর

কর্মযজ্ঞও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা হচ্ছে একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্নকেই এই সংস্থার শীর্ষে বসানো হতে পারে। যদিও অন্যদিকে অলক ভট্টাচার্য্য বিজেপির সদর জেলা কমিটির সভাপতি। এখন দেখাল বিজেপির তরফ থেকে মেয়র পদে কার নামে সিলমোহর দেয়া হয়।

ঝুলিতে

● প্রথম পাতার পর

আরো সক্রিয় হতে হবে। এই লক্ষ্যে বামফ্রন্ট জনগনের সাথে থেকে তার কর্মধারা অব্যাহত রাখবে। মস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে নির্বাচকমণ্ডলীর যে অংশ বামফ্রন্টের প্রার্থীদের দৃঢ়তা নিয়ে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি বামফ্রন্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রতিফলিত হয়েছে, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রয়েছেন। তাই, বিজেপিকে ৯৮.৫০ শতাংশ আসনে জয়যুক্ত করে ত্রিপুরাবাসী উপহার দিয়েছেন।

তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরাকে বদনাম করার চেষ্টায় যাঁরা কোমর কষে ময়দানে নেমেছিলেন, তাঁরা দেখুক কৈলাসহর অথবা সোনামুড়ায় সংখ্যালঘু এলাকায়ও মানুষ উন্নয়নের পক্ষে আস্থা প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, গত কয়েকদিন ধরে ত্রিপুরাকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিজেপির জয়ের পেছনে ত্রিপুরার ঐতিহ্যগত এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য অন্যতম কারণ। সাথে তিনি যোগ করেন, কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তৈরি মঞ্চই বিজেপিকে জয়ের স্বাদ পেতে সাহায্য করেছে। এদিকে, পুর নির্বাচনে বিরাট সাফল্যের জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপিকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২২২টি আসনে বিজেপি একাই ২১৭ আসনে জয়ী হয়েছে।

বিরোধীরা ছন্নছাড়া

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ। আমবাসা পুরপরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিআই(এম) প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।

খোয়াই পুরপরিষদে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ১৫টি। এরমধ্যে ১, ২, ৪, ৭, ৮, ৯ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। নির্বাচন হয়েছিলো ৮টি ওয়ার্ডে। নির্বাচনে এই ৮টি ওয়ার্ডেই জয়লাভ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ। তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে সবকটি ওয়ার্ডেই জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ। জিরানীয়া নগর প'ায়েতে ১১টি ওয়ার্ড রয়েছে। এরমধ্যে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অন্য ১০টি ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। নির্বাচনে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। মেলাঘর পুরপরিষদে মোট ১৩টি ওয়ার্ড রয়েছে। এরমধ্যে ১১টি ওয়ার্ডে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পুরপরিষদের ৭ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১টি ওয়ার্ডে। নির্বাচনে ১১টি ওয়ার্ডেই জয়লাভ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ।

সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ১৩টি ওয়ার্ডের সবকটি ওয়ার্ডেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ জয়লাভ করেছেন। অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের ১৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে সবকটি ওয়ার্ডেই জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ। বিলোনীয়া পুরপরিষদের ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে সবকটি ওয়ার্ডেই জয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ। সাবম নগর পঞ্চায়েতের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে সবকটি ওয়ার্ডেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ জয়ী হয়েছেন। উল্লেখ্য, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত, রাণীরবাজার পুরপরিষদ, মোহনপুর পুরপরিষদ, বিশালগড় পুরপরিষদ, উদয়পুর পুরপরিষদ ও শান্তিরবাজার পুরপরিষদের সবকটি ওয়ার্ডেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন।

মমতার দর্প চূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

পুর নির্বাচনে বিজেপি ১৪.১ শতাংশ ভোট পেয়ে ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখল করেছিল। ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ঠিক এভাবেই পরিবর্তন আনবে তৃণমূল। এদিকে, সুষ্ঠুভাবে গণনা পর্ব সম্পন্ন করার জন্য তৃণমূল ত্রিপুরা প্রদেশের আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক পুলিশ প্রসাশনকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

আজ ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মাত্র তিন মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে রাস্তায় নেমে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে তৃণমূল। তাই, মানুষও সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে যতটুকু ভোট দিতে পেরেছেন তার পরিণামে আজ ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় এসেছে।

এদিন তিনি দাবি করেন, ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে কোনও রাজনৈতিক দল তিনমাস লড়াই করে প্রায় ২৪ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, তা বিরল। সাথে তিনি যোগ করেন, তেলিয়ামুড়ায় ২৭.৫ শতাংশ, আমবাসায় ২৮ শতাংশ, আগরতলায় ২০ শতাংশ এবং সোনামুড়ায় ২০ শতাংশ ভোট পেয়েছে তৃণমূল। ত্রিপুরার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, এত সন্ত্রাস, রিগিং উপেক্ষা করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় এসেছে, শাসকদল নিশ্চিতভাবেই এতে চিন্তিত, কটাক্ষের সুরে বলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা রিগিং করে ছাপ্পা দিয়েছে অনেক জায়গায়। কোথাও কোথাও ইচ্ছা করে গণনায় হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, কোথাও ৫ ভোটে, কোথাও ৯ ভোটে, কোথাও ২৫ ভোটে, আবার কোথাও ৪০০ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল পরাজিত হয়েছে।

তিনি বলেন, গত পুর নির্বাচনে বিজেপি ১৪.১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এর পরই তারা ২০১৮ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। ২০২৩ সালে বিধানসভা ভোটে ঠিক এভাবেই পরিবর্তন আসবে, জোর গলায় দাবি করেন রাজীব। তাঁর কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস পরিবর্তন এনে মানুষের পাশে থেকে ত্রিপুরার উন্নয়ন করার শপথ নিচ্ছে। এদিকে, তৃণমূলের ত্রিপুরার আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক বলেন, পুলিশ প্রশাসনের গণনা প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাই, পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

মাতাবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে এটি মানুষের জয়। আগরতলা পুর নিগমের ৫১জন নির্বাচিত সদস্য সোমবার একযোগে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তাদের কর্মযজ্ঞের সূচনা করবেন। রাজ্যের. মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং পার্টির প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহাও মাতাবাড়ীতে উপস্থিত থেকে বিশেষ পূজা ও অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। পার্টির প্রদেশ সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী এই দিন সকাল ৮টায় পার্টির প্রদেশ কার্য্যালয় থেকে সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মাতাবাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মনকে এই বিশেষ পুণ্য কর্মসূচী পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ক্রীড়া

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে খুন করছেন রোহিত, শুভমনরা, বিস্ফোরক গেল

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার তিনি। এখনও পর্যন্ত এই ফরম্যাটে সব থেকে বেশি রান রয়েছে তাঁরই। সেই ক্রিস গেলই এ বার তুলোধনা করলেন এখনকার দিনের ওপেনারদের। জানালেন, এখনকার দিনের ওপেনাররা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে 'খুন' করছেন।গত আইপিএল-এ কিছু ওপেনারের স্ট্রাইক রেট দেখলেই বোঝা যাবে গেলের কথা অমূলক নয়। শুভমন গিল, শিখর ধবন, দেবদত্ত পাড়িক্কল, রোহিত শর্মা, কুইন্টন ডি'কক, কারওরই স্ট্রাইক রেট আহামরি নয়। ১১৫-১২০-র মধ্যেই ঘোরাফেরা করছেন তাঁরা। সেখানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৪৫৩টি ম্যাচ খেলে গেলের স্ট্রাইক রেট ১৫০-র কাছাকাছি।গেলের মতে, শুরু থেকেই ধুমধাড়াক্কা খেলার যে প্রবণতা ছিল, তা এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে। এখন ব্যাটাররা পাওয়ার প্লে ওভারগুলিতে অনেকটাই সাবধানী হয়ে খেলেন। ফলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জৌলুস ক্রমশ কমে এসেছে। গেল এ ক্ষেত্রে তুলে ধরেছেন টি-টেন ক্রিকেটের উদাহরণ।গেলের কথায়, "আমার মনে হয়, এখন যে ভাবে টি-টেন ক্রিকেট খেলা হচ্ছে সে ভাবেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছিল। প্রথম ওভার থেকেই তখন ব্যাটাররা মারতে শুরু করত। এখন সেটা অনেক কমে গিয়েছে। টি-টেন ক্রিকেট সেখানে নিজেদের অন্য উচ্চতায় নিয়ে চলে গিয়েছে। এখনকার ওপেনাররা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বিনোদনকে খুন করে ফেলছে। এখনকার ব্যাটাররা প্রথম ছয় ওভার অনেক সাবধানী হয়ে খেলছে। এখন শুধু রান করার দিকেই ওরা জোর দিয়েছে। প্রথম ছয় ওভারে আগে লোকে যে আনন্দ পেত, এখন আর সেটা পায় না। সেই অভাব কিন্তু টি-টেন ক্রিকেট পূরণ করে ফেলেছে।"কেন ওপেনাররা এত ভয় পান সেটা বুঝতে পারছেন না গেল। বলেছেন, "জানি না কেন প্রথম ছয় ওভারে ওরা খাঁচায় ঢুকে থাকে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট শুরু হওয়ার সময় আমরা প্রথম বল থেকে মারতাম। এখন কেন এই আগ্রাসন কমে গেল?

ডার্বির আগে কোন কথায় অনুপ্রাণিত হচ্ছেন 'আন্ডারডগ' এসসি ইস্টবেঙ্গলের কোচ দিয়াস

মহারণের বাকি আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। শনিবার সন্ধ্যায় এটিকে মোহনবাগানের মুখোমুখি হতে চলেছে এসসি ইস্টবেঙ্গল, যা এ মরসুমের প্রথম কলকাতা ডার্বি। এটিকে মোহনবাগান প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতলেও এসসি ইস্টবেঙ্গল আটকে গিয়েছে। খাতায়-কলমে দুই মেরুতে দুই দল। তবে ম্যাচে নামার আগে লাল-হলুদ কোচ ম্যানুয়েল দিয়াস একেবারেই চিন্তিত নন। তাঁর মতে, এটিকে মোহনবাগানকে যথেষ্ট লড়াই দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর দলের।অনেকেই মনে করছেন, এটিকে মোহনবাগানের থেকে পিছিয়ে 'আন্ডারডগ' হয়ে নামবে এসসি ইস্টবেঙ্গল। সাংবাদিক বৈঠকে এ প্রশ্নের উত্তরে দিয়াস বললেন, "আন্ডারডগ তকমাটা আমাদের গায়ে সেঁটে দিলেও কোনও অসুবিধা নেই। শক্তি অনুযায়ীই আমরা খেলব। যদিও এটিকে মোহনবাগান গত মরসুমে ভাল খেলেছিল এবং ওদের অনেকেই গত কয়েকটি মরসুম ধরে একসঙ্গে খেলছে, তবে আমরা ওদের বিরুদ্ধে নামার জন্য তৈরি।

দিয়াস অবশ্য মেনে নিয়েছেন, ডার্বিতে দুরন্ত ছন্দে থাকা রয় কৃষ্ণ এবং হুগো বুমোসকে আটকানোই তাঁদের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। তবে আলাদা করে এই দু'জনকে গুরুত্ব দিতে রাজি হলেন না লাল-হলুদ কোচ। বলে দিলেন, "আমরা তো শুধু রয় বা হুগোর বিরুদ্ধে খেলছি না, এটিকে মোহনবাগান বলে একটা দলের বিরুদ্ধে খেলছি। এটা ঠিকই যে দু'জনেই ভাল ফুটবলার। গোল করতে পারে। কিন্তু সে জন্য দলের সাহায্যের প্রয়োজন। তাই শুধু ওদের আটকানোর চেষ্টা না করে আমরা পুরো দলটাকে আটকানোর চেষ্টা করব।" তাঁর সংযোজন, "ওদের বিরুদ্ধে ম্যান মার্কিং করব, না জোনাল মার্কিং, সেটা নির্ভর করবে ম্যাচে কখন কী পরিস্থিতি আসবে, বল কোথায় থাকবে তার উপর। বল যদি আমাদের বক্সের কাছাকাছি থাকে, তা হলে ম্যান মার্কিংয়ে যাব।ডার্বিতে কী কৌশল নেবেন সেটাও বলে দিয়েছেন লাল-হলুদ কোচ। তাঁর ব্যাখ্যা, "আমাদের শক্তিশালী হতে হবে। ভাল ও নিখুঁত পাস দেওয়া-নেওয়া করতে হবে নিজেদের মধ্যে। বিপক্ষের গোল মুখে প্রচুর সুযোগ তৈরি করতে হবে। একটানা যদি ওদের বিরুদ্ধে আমরা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলি, তা হলে ম্যাচটা আমাদের কাছে আরও কঠিন হয়ে উঠবে।"

লড়াই করে স্বপ্নপূরণ আশালতাদের
ব্রাজিলের কাছে ছয় গোল খেল ভারতের মহিলা ফুটবল দল

ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে গেল ভারতের মহিলা ফুটবল দল। বিশ্বের প্রথম দশে থাকা ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলে ফেলল তারা। যদিও এই ম্যাচে লজ্জাজনক ভাবে হারতে হয়েছে আশালতা দেবীর দলকে। ব্রাজিল ৬-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ভারতকে। কিন্তু গোটা ম্যাচে ভাল লড়াই করেছে ভারত।ম্যাচের প্রথম মিনিটেই ২০০৭ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলকে এগিয়ে দেন ডেবোরা অলিভিয়েরা। কিন্তু সাত মিনিট পরেই সমতা ফেরান মণীষা কল্যাণ। বাঁ দিকে বল পেয়ে একাই দৌড়ে ব্রাজিলের গোলকিপারকে পরাস্ত করেন। মনে হয়েছিল ব্রাজিলকে ছেড়ে কথা বলবে না ভারত।

প্রথমার্ধের খেলায় সেই তেজ বজায় ছিল আশালতা দেবী, দালিমা ছিব্বেরদের। তবে প্রথমার্ধ শেষের একটু আগেই ব্রাজিলকে এগিয়ে দেন জিয়োভানা কোস্তা।দ্বিতীয়ার্ধে একপেশে খেলা হয়ে যায়। মানাউসের অ্যারেনা দি আমাজোনিয়া দাপাতে থাকেন

ব্রাজিলের ফুটবলাররা। ভারতীয় ফুটবলাররা লড়াই দিলেও অভিজ্ঞতার কাছে মার খেয়ে যান। জোড়া গোল করেন আরিয়াদিনা বর্জেস। বাকি দু'টি গোল কেরোলিন ফেরাজ, গিজ ফেরেরার।শুক্রবারই ব্রাজিলের হয়ে শেষ ম্যাচ খেললেন সে দেশের অন্যতম বর্ণময় ফুটবলার ফরমিগা। ৪৩ বছর বয়সী এই ফুটবলার গত ২৬ বছর ধরে ব্রাজিলের হয়ে ২০৫টি ম্যাচ খেলেছেন। ব্রাজিলের হয়ে সাতটি অলিম্পিক্স এবং সাতটি বিশ্বকাপে খেলেছেন। ২০০৭-এর বিশ্বজয়ী দলেও ছিলেন। ম্যাচের পর তাঁর সঙ্গে ছবি তোলেন ভারতের ফুটবলাররা। এরপর ২৯ নভেম্বর চিলি এবং ২ ডিসেম্বর ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে খেলবেন আশালতারা।

মায়ের কষ্ট ঘোচাতে শনিবার ডার্বিতে নামছেন হীরা মন্ডল

অনেক কষ্ট করে মা তাঁকে বড় করেছেন। সেই মায়ের কষ্ট ঘোচাতে চান হীরা মন্ডল। মাথার উপর একটি ছাদ বানাতে চান। আর চান ভাইকে দাঁড় করাতে। স্বপ্ন অনেক। আর সেই স্বপ্ন নিয়েই মাঠে নামেন তিনি। প্রতিটি ম্যাচে নিজেকে উজাড় করে দেন। শনিবার ডার্বিতেও সেই রকম নিজেকে উজাড় করে দিতে চান তিনি। মা বাসন্তী মন্ডলও চান ছেলে ভাল খেলুক, ইস্টবেঙ্গল জিতুক।শনিবার গোয়ার মাঠে আইএসএল-এ ডার্বি ম্যাচে মুখোমুখি হবে কলকাতার দুই প্রধান এটিকে মোহনবাগান ও এসসি ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে ভরসা যোগাচ্ছেন বৈদ্যবাটির ছেলে হীরা। বৈদ্যবাটি রাম মোহন সরনীতে ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে।জুনিয়র ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন হীরা। ২০১৬, ২০১৮ সালে বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলেছেন। গত বছর মহমেডানের হয়ে আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে এবং আইএফএ শিল্ডে খেলে নজর কাড়েন। এ বার এসসি ইস্টবেঙ্গল তাঁকে তুলে নেয়।আইএসএল-এর প্রথম খেলায় জামশেদপুরের সঙ্গে ১-১ ড্র করে ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচে হীরা পুরো সময় খেলেন। ডার্বিতেও খেলার ব্যাপারে আশাবাদী। গোয়া থেকে হীরা জানান, "ছোট থেকে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের খেলা দেখে বড় হয়েছি। স্বপ্ন দেখতাম ডার্বি খেলার। এই প্রথম আইএসএল খেলছি, আর এই প্রথম বার ডার্বিতে নামছি। তাই উত্তেজনা আছে। এটিকে মোহনবাগান ভাল দল। কিন্তু মাঠে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।হীরার মা বাসন্তী দেবী ফুটবল খেলা দেখতে ভালবাসেন। ছেলের খেলা থাকলে টিভিতে চোখ রাখেন। তিনি বলেন, "খুব কষ্ট করে ছেলেকে বড় করেছি। আজ ছেলে অনেকটাই সফল হয়েছে। ডার্বি জিতুক, আরও উন্নতি করুক।"ভাই নিরঞ্জন কাস্টমসে খেলেন। ভাইও চান দাদা খেলুক, ইস্টবেঙ্গল জিতুক। বলেন, "মোহনবাগান প্রথম খেলায় জিতে একটু হলেও এগিয়ে রয়েছে। তবে ডার্বি অন্য খেলা। সেখানে কেউ কাউকে জমি ছাড়ে না। হীরা তার সেরাটা দেবে, এটাই চাই।

শোয়েব আখতারের উঠে গেল আইনি নোটিস

শোয়েব আখতারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল পাকিস্তানের জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল পিটিভি। ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছিল তারা। সেই অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হল আখতারকে। দিতে হবে না টাকাও।সূত্রের খবর, পিটিভি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "শোয়েবের সঙ্গে সমস্ত রকম বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। তাই ওঁর বিরুদ্ধে দেওয়া নোটিস ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সেই সঙ্গে মামলাও তুলে নেওয়া হচ্ছে।" পিটিভি-র শর্ত ভাঙার অপরাধে ১ কোটি টাকার দাবি জানিয়েছিল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় একটি শোয়ে গণ্ডগোল হয়। নিউজিল্যান্ড ম্যাচের পর পাকিস্তান সরকারের মালিকানাধীন ওই চ্যানেলের বিশেষজ্ঞ হিসেবে বসেছিলেন শোয়েব।

হার্দিক অলরাউন্ডার? বলই করছে না, প্রশ্ন কপিলের

ক্রিকেট মাঠেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি। বাইশ গজকে বিদায় জানানোর পরে গল্ফ কোর্সেও তাঁর সফল অভিযান ঘটেছিল। কথায় আছে, "অলরাউন্ডার তৈরি করা যায় না। অলরাউন্ডার জন্মগ্রহণ করে।" এই উক্তির সব চেয়ে বড় উদাহরণ সম্ভবত কপিল দেব নিখাঞ্জ।শুক্রবার রয়্যাল ক্যালকাটা গল্ফ ক্লাবে (আরসিজিসি) ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত গল্ফ চ্যাম্পিয়নশিপ উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তিনি। আরসিজিসি-র প্রস্তুতি টার্ফে কয়েকটি শট খেলে বুঝিয়ে দিলেন এখনও ঝড় তুলতে পারেন। আর এমন কিংবদন্তির সঙ্গেই কি না তুলনা করা হচ্ছিল হার্দিক পাণ্ড্যের। বলা হচ্ছিল, কপিলের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ওঠার ক্ষমতা রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তারকার। তবে শুক্রবার হার্দিকের প্রসঙ্গ উঠতেই পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন কপিল। জানতে চাইলেন, হার্দিককে কি সত্যি অলরাউন্ডার বলা যায়? সাংবাদিকদের কপিল বলে দিলেন, "অলরাউন্ডার হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে হলে হার্দিককে দু'টো কাজই করতে হবে। ও তো বল করছে না। তা সত্ত্বেও কি হার্দিককে অলরাউন্ডার বলা যায়?" যোগ করেন, "চোটমুক্ত হয়ে বল করতে শুরু করুক হার্দিক। ভারতীয় দলের জন্য ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। তবে বল হাতেও সাবলীল হয়ে প্রচুর ম্যাচ খেলতে হবে। বোলার হিসেবেও দলকে জেতাতে হবে। তখনই না হয় এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।" আইপিএল থেকে শুরু করে বিশ্বকাপ, হার্দিকের বল না করা নিয়ে সারাক্ষণ বিতর্ক লেগে ছিল। কপিলের প্রাক্তন সতীর্থ চেতন শর্মা পরিচালিক নির্বাচকদের কমিটিও এ জন্য প্রবল ভাবে সমালোচিত হয়েছিল।কপিলের কাছে জানতে চাওয়া হয়, বর্তমান ভারতীয় দলে তাঁর পছন্দের অলরাউন্ডার কারা? নির্দ্বিধায় তিনি আর অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাডেজার নাম করেন। তিরাশি বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক বলছিলেন, "অশ্বিন ও জাডেজা

অসাধারণ ক্রিকেটার। তবে আমার মতে ব্যাটসম্যান হিসেবে অনেক উন্নতি করেছে জাডেজা। বোলার হিসেবে ওর মান অনেকটাই পড়ে গিয়েছে। শুরুর দিকে অনেক ভাল বোলার ছিল। তবে এখন ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে জাডেজা। বোলার হিসেবে সেই দাপট কিন্তু দেখাযাচ্ছে না।"নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দলের প্রয়োজনের মুহূর্তে হাফসেঞ্চুরি করেছেন জাডেজা। বল হাতে এখনও উইকেট পাননি। তবে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করা শ্রেয়স আয়ারকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কপিল। সেঞ্চুরি করে দলকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বার করে এনেছেন শ্রেয়স। কপিল বলে দিলেন, "অভিষেকে কোনও তরুণ ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করা মানে ক্রিকেট ঠিক দিশাতেই এগোচ্ছে। ওর মতো ব্যাটসম্যানই এখন দলে প্রয়োজন। চার-পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে টেস্ট খেলার জন্য। মিডল অর্ডারে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠতে পারে শ্রেয়স।"রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণেই টেস্ট ক্রিকেটে আবির্ভাব ঘটে শ্রেয়সের। ভারতীয় দলের নতুন কোচের থেকে এ রকমই সাহসী সিদ্ধান্ত আশা করেন কপিল। তিনি মনে করেন, ক্রিকেটার দ্রাবিড়ের চেয়েও বেশি সফল হবেন কোচ দ্রাবিড়। তাঁর প্রতিক্রিয়া, "ও খুব ভাল ছেলে। এটাই সবচেয়ে বড় গুণ। ক্রিকেটার হিসেবে ওর চেয়ে ভাল রেকর্ড ক'জনের আছে? বলতে দ্বিধা নেই, কোচ হিসেবে ও অনেকের চেয়েই ভাল করবে।"তবে কোচ দ্রাবিড়কে আরও কিছুটা সময় দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি। কপিল মনে করেন, "অন্তত তিন বছর সময় দিতে হবে ওকে বিচার করার জন্য। দল যাতে ভাল খেলে, দ্রাবিড় সেই চেষ্টাই করবে।"হনুমা বিহারীকে টেস্ট দল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইলেন না কপিল। বরং তাঁর বার্তা, "মোহিন্দর অমরনাথ, অংশুমান গায়কোয়াড়রা বহু বার ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছে, আবার ফিরেও এসেছে। হনুমা দক্ষিণ আফ্রিকায় পারফর্ম করুক। নিশ্চয়ই ওকে দলে ফেরানো হবে।"বেশ কিছু প্রশ্ন এড়িয়েও গেলেন কপিল। যেমন, প্রাক্তন অধিনায়কের কাছে জানতে চাওয়া হয় সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিতের হাতেই কি নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া উচিত? কপিলের সাফ জবাব, "অধিনায়ক কে হল, সেটা বড় কথা নয়। ম্যাচ জেতাই হল আসল। দল হিসেবে খেলতে হবে। প্রত্যেককে দায়িত্ব নিতে হবে দলকে জেতানোর। কে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাতে কী যায় আসে!"বিদায়ী হেড কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছিলেন, বিরাট কোহালির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলই সর্বকালের সেরা। এই প্রসঙ্গ উঠতেই কপিল বলে দিলেন, "ও নিজের মতামত দিয়েছে। আমাকে এই প্রশ্ন করার অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। বিতর্ক তৈরি করার জায়গা এটা নয়!"ক্রিকেট ছেড়ে দিলেও স্লগ ওভারের ব্যাটিং হয়তো ভোলেননি। শেষের দিকে তাই বিতর্কিত প্রশ্ন উড়িয়ে দিতে দু'বার ভাবলেন না ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি।

শেষ চারে ফের শেষ সিন্ধু-যাত্রা

ইন্দোনেশিয়া ওপেনের সেমিফাইনালেই শেষ হয়ে গেল পি ভি সিন্ধুর অভিযান। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী তারকা হারলেন তাইল্যান্ডের রাতচানক ইন্তাননের বিরুদ্ধে। ম্যাচের ফল ১৫-২১, ২১-১৯, ২১-১৪। সিন্ধুর হারের দিনেই ছেলেদের ডাবলস সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে সাত্ত্বিকসাইরাজ রনকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি জুটিও।টোকিয়ো অলিম্পিক্স থেকে ফেরার পরে তিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন সিন্ধু। তিন ক্ষেত্রেই তাঁর লড়াই শেষ হয়ে গেল শেষ চারে। অক্টোবরে ফরাসি ওপেন, গত সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স এবং এ বার ইন্দোনেশিয়া ওপেন থেকে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে তাঁকে। ৫৪ মিনিটের লড়াইয়ে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই সিন্ধু প্রথম গেমে জিতলেও, সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি বাকি দুই গেমে।বিশ্বের সাত নম্বর খেলোয়াড় সিন্ধু এই নিয়ে শেষ দু'বারের সাক্ষাতেই রাতচানকের বিরুদ্ধে হারলেন। যদিও শুরুটা ভালই করেছিলেন তিনি। প্রথম গেমে ৮-৩ এগিয়ে গিয়েছিলেন। রাতচানক পাল্টা লড়াই করে একসময় ৯-১০ করেও ফেলেছিলেন। কিন্তু টানা পয়েন্ট জিতে প্রথম গেম জেতেন সিন্ধু। দ্বিতীয় গেমে শুরু থেকেই পাল্টা আক্রমণে যান রাতচানক। ১১-৭ এগিয়ে থাকার পরে পরের ১১ পয়েন্টের মধ্যে ৯ পয়েন্ট তুলে নিয়েই দ্বিতীয় গেমে সমতা ফেরান। শেষ গেমে চাপের মুখে ১১-৬ পিছিয়ে পড়ার পরেই একাধিক ভুল করে রাতচানকের কাজ আরও সহজ করে দেন সিন্ধু।ছেলেদের ডাবলসেও শূন্য হাতে ফিরতে হচ্ছে ভারতকে। সেমিফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি ১৬-২১, ১৮-২১ হারে শীর্ষবাছাই, ইন্দোনেশিয়ার মার্কাস ফের্নাল্দি গিদেয়োন এবং কেভিন সঞ্জয় সুকামুলজো জুটির বিরুদ্ধে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 29 Novemder 2021, Monday আগরতলা ২৯ নভেম্বর, ২০২১ ইং, ■ ১২ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রবিবার ভোট গণনার পর পুর নিগমের নির্বাচনে জয়ী প্রার্থী দীপক মজুমদারকে নিয়ে বিজেপি কর্মীদের উল্লাস প্রদর্শন। ছবি নিজস্ব।

কেন্দ্রীয় সরকার আদিবাসীদের গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। খোয়াই মহকুমার বেলছড়া হাইস্কুল মাঠে আজ প্রথম আদিবাসী মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। অল আদিবাসী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার উদ্যোগে আয়োজিত এই মহাসভার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী অর্জন মুণ্ডা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। আদিবাসী মহাসভার উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী অর্জন মুণ্ডা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আদিবাসীদের গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে দেশের আদিবাসী অধ্যষিত প্রত্যেকটি ব্লকে একটি করে একলব্য রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি বর্ষে এই পরিকল্পনায় দেশে ৪৬৩টি একলব্য রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয় স্থাপনের ম'রি দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমুণ্ডা আরও বলেন, আদিবাসী সমাজের চিরাচরিত ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির বিকাশের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয়জলের সুযোগ সম্পসারণ, বনাধিকার আইনে জমির পা-া বিতরণ ও সার্বিক বিকাশে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, আদিবাসীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। জনজাতিদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়ন ও শিক্ষার বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, ঝাড়খণ্ড ভারত মুণ্ডা সমাজের সভাপতি সুশীল পাহন, সোমা সিং মুণ্ডা, ওড়িশা ভারত মুণ্ডা সমাজের সভাপতি রবীন্দ্র সিং মুণ্ডা, এশিয়া ইয়ং ইণ্ডেজিনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক (ফিলিপাইন্স)-র সভাপতি ডা. মিনাক্ষী মুণ্ডা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অল আদিবাসী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার সদস্য এইচ মুণ্ডা। আদিবাসী মহাসভা উপলক্ষে বেলছড়া হাইস্কুল মাঠে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও স্বসহায়ক দলের মোট ১১টি প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়।

পুর ও নগরে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করায় ভোটারদের ধন্যবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আগরতলা পুরনিগম এবং রাজ্যের অন্যান্য ১৩ টি পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতে শাসক দল বিজেপির বিপুল জয়ে গণদেবতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। পুরভোটে দলীয় প্রার্থীদের বিপুল জয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থকরা আনন্দ উৎসব করবেন। কিন্তু তাদের সতর্ক থাকতে হবে। নিজেদের আনন্দ-উল্লাস যাতে অন্যদের কোনো ধরনের নিরানন্দ না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। জয়ী প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রতন বাবু বলেন তাদের প্রত্যেককে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নির্বাচনের আগে জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেইসব প্রতিশ্রুতি যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় সেদিকে নজর দিতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। এলাকার প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। রাজ্য সরকার এবং দলের পক্ষ থেকে ভোটদাতাদের তিনি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করে রতন লাল নাথ বলেন, রাজ্যে এসে দেখে যান জনগণ মূল শক্তি, সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী। যারা রাজ্যে দাঙ্গা লাগাতে চেষ্টা করেছিল, ষড়যন্ত্র করেছিল গণদেবতা তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক পুর নিগমএবং তেরোটি পুরভোটে গণদেবতারা বিজেপি কে জয়ি করায় অভিনন্দন জানিয়েছেন।পুরভোটের মধ্য দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেছেন রাজ্যের জনগণ। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই সব প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে দল। পুরভোটের জয় গণতন্ত্রের জয় হয়েছে, উন্নয়নের নিরিখেই জনগণ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থক সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জয় জগদ্বন্ধু হরি
জয় শ্রী গুরুদেব

মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজজীর ত্রিপুরায় পরিক্রমা সূচী নিম্নরূপ।
তাং- ৬ই ডিসেম্বর, ২১ হইতে ১৬ই ডিসেম্বর, ২১

অনুষ্ঠান সূচীঃ-
৬/১২/২১ সকাল ৯টা৩০মিনিটে আগরতলা শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে আগমন।
সন্ধ্যা ৫টা ৩০মিনিট ভাগবত পাঠ
৭/১২/২১ হইতে ৯/১২/২১ শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন, তেলিয়ামুড়া।
সকালে দীক্ষাদান। সন্ধ্যা ভাগবত পাঠ।
১০/১২/২১ শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, আগরতলা।
সন্ধ্যা ৫টা ৩০মিনিট ভাগবত পাঠ।
১১/১২/২১সকালে দীক্ষা দান। (শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন, আগরতলা)
১১টা যোগেন্দ্রনগর। স্বর্গীয় রাখাল চন্দ্র রায় মহোদয়ের বাসভবনে ভাগবত পাঠ ও ভোগরাগ।
১২/১২/২১ও১৩/১২/২১অমরপুর। শ্রী নন্দন সাহা মহোদয়ের বাসভবনে অবস্থান, দীক্ষা দান ও সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ।
১৪/১২/২১ উদয়পুর। শ্রী শম্ভু নাথ সাহা মহোদয়ের বাসভবনে অবস্থান ও সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ এবং ১৫/১২/২১দুপুরবেলা ভোগরাগ।
১৫/১২/২১সন্ধ্যা ৫টা ৩০মিনিটে ভাগবত পাঠ শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন, আগরতলা।
১৬/১২/২১ সকালে দীক্ষাদান। (শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন, আগরতলা)
অপরাহ্নে কোলকাতায় প্রত্যাগমন।

বিদ্র: যারা দীক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন আশ্রমে নাম নথিভুক্ত করুন। মোবাইল নম্বর ঃ ৯৪৩৬১২১৪৬০/৯৬১২৬০৯০০৬

বিনীত
শ্রী সুদীপ কুমার রায়
সম্পাদক
নি. ত্রি. মহানাম সেবক সংঘ

দুষণের জেরে ঘন ধোঁয়ায় ঢেকেছে জাতীয় রাজধানীকে

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স) : ফের দূষণের বাড়বাড়ন্ত রাজধানী দিল্লি ও তার সংলগ্ন এলাকায়। গত কয়েক দিনে দিল্লিতে দূষণের মাত্রা একটু কম থাকায় ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছিল স্বাভাবিক জনজীবন। কিন্তু রবিবার সকাল থেকেই ঘন ধোঁয়াশায় ঢেকে রাজধানী। সিস্টেম অব এয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ (এসএএফএআর)-এর তরফে জানানো হয়েছে, সকাল সাড়ে সাতটাতেই দিল্লিতে একিউআই (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) বা বায়ুদূষণের মাত্রা ছিল ৩৮৬। যা 'খুব খারাপ' শ্রেণির মধ্যে পড়ে। পিছিয়ে নেই দিল্লি সংলগ্ন বাকি দুই শহর গুরুগ্রাম আর নয়ডাও। আজ সকালে এই দুই জায়গাতেও একিউআইয়ের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৫৫ এবং ৩৯১। আবহবিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদেরা জানাচ্ছেন, দিল্লির যা পরিস্থিতি তাতে শহরবাসীদের স্বাস্থ্যের উপরে ভয়ঙ্কর খারাপ প্রভাব পড়তে চলেছে। বাড়তে পারে শ্বাসকষ্টও। অন্তত আগামী দু'দিন দিল্লির আবহাওয়া এমন খারাপই থাকবে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ মেনে দিল্লিতে নির্মাণকাজ আগামী কয়েক দিনের জন্য ফের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দূষণ পরিস্থিতির জন্য কয়েক দিন স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দিল্লি সরকার। আগামী সোমবার থেকে স্কুল-কলেজ-সহ বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফের অফলাইনে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সোমবার থেকেও আদৌ অফলাইনে ক্লাস করানো যাবে কি না, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

গাড়ি থেকে নামিয়ে শিক্ষককে বেধরক মারধর করল দুষ্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ নভেম্বর।। আজ দুপুর বার ঘটিকায় পি আর বাড়ি থানা অধীনে কমলপুর বাজার সংলগ্ন একটি কমান্ডার জিপ এ করে গৌরাঙ্গবাজার থেকে বিলোনীয়া যাওয়ার পথে স্থানীয় কিছু বিজেপির দুস্কৃতি এক জন শিক্ষককে গাড়ি থেকে নামিয়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফলে তা মাথায় আঘাত করে এবং তার মাথা ফেটে যায়। পরে স্থানীয়রা প্রথমে নিহারনগর নিয়ে গেলে ডাক্তার বিলোনীয়া হাসপাতালে রেফার করে। বিলোনীয়া থেকে গোমতি জেলা হাসপাতালে রেফার করে। জানা গিয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তি সিপিএম সমর্থক।

ভোট গণনা পর্ব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় নির্বাচন কমিশনারের অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আগরতলা পুরনিগম সহ রাজ্যের ৮টি পুরপরিষদ এবং ৫টি নগর প'ায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা আজ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৬টি গণনা কেন্দ্রে আজ সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয়। উল্লেখ্য, গত ২৫ নভেম্বর, ২০২১ আগরতলা পুরনিগম, রাজ্যের ৮টি পুর পরিষদ এবং ৫টি নগর প'ায়েতের ২২২টি ওয়ার্ডের জন্য ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এরমধ্যে ২১৭টি ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টি, ১টি ওয়ার্ডে অল ইণ্ডিয়া ত'ণমূল কংগ্রেস, ৩টি ওয়ার্ডে সিপিআই(এম) ও ১টি ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী জয়ী বলে ঘোষিত হয়েছেন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মানিক লাল দে ভোটগণনা পর্ব সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য গণনা কাজের সাথে জড়িত সকলস্তরের আধিকারিক, কর্মচারীবৃন্দ, নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিক ও জওয়ান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী, এজেন্ট ও মিডিয়ার সকল প্রতিনিধিদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিকল্প জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে স্থানীয়দের অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ নভেম্বর।। রাজ্যের বিকল্প জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে সানীয়দের অবরোধ। বিকল্প জাতীয় সড়কের ঝেরঝেরি চেকপোস্টে বালু বোঝাই গাড়ি আটক করে সানীয়দের বিক্ষোভ। টায়ার পুড়িয়ে জেলা শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। মূলত করোনা অতিমারির ফলে করোনা বিধির নামে বিকল্প জাতীয় সড়কটি বন্ধ করে রাখা ছিল। উত্তর জেলার জেলা শাসক নির্দেশ দিয়েছিলেন সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত বিকল্প সড়ক দিয়ে শুধুমাত্র যাত্রীবাহি গাড়ি চলবে।

বিকাল চারটার পর সড়কটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া। জাতীয় সড়ক এভাবে বন্ধ করা ভু ভারতের নজীর বিহিন ঘটনা বলে সানীয়দের অভিযোগ। এবার জেলাশাসক নাগেশ কুমার চারটি গাড়ির জন্য একটি অর্ডার ইস্যু করেছেন বলে অভিযোগ। জেলাশাসকের নির্দেশ মতে এই গাড়ি গুলি আসাম থেকে বালু নিয়ে আসছিল বলে সানীয়দের বক্তব্য। রবিবার সাত সকালে এলাকাবাসীর নজরে পড়ে এই বিষয়টি। বাকি গাড়িগুলি পেরিয়ে গেলেওঠট্ট ০২ঙ্গ ১৮৭১ নম্বরের মিনি মাল বাহী লরিটিকে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আটক করেন সানীয় জনগণ। সানীয়দের অভিযোগ, বিকেল চারটার পর এই জাতীয় সড়ক দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সও যেতে দেওয়া হয়না। সেই জায়গায় বালুর বোঝাই লরি গেইট খুলার আগে কিভাবে আসে।

এলাকার মানুষ প্রায় চার ঘন্টা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।ঘটনাটি চাউর হতেই ছুটে আসেন কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার সহ সানীয় ব্লক নেতৃত্ব।তারা ঘটনাস্থলে এসে সোমবার সানীয়দের মধ্য থেকে এক প্রতিনিধি দলকে নিয়ে জেলাশাসকের সাথে দেখা করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করবেন বলে আশ্বাস দিলে প্রত্যাহার হয় অবরোধ।তবে অভিযোগ উঠছে, জেলাশাসক সরকারি কাজের জন্য কিছু ঠিকাদারকে সুবিধা পাইয়ে দিতে একাজ করছেন। পাশাপাশি বালুর গাড়ি গুলির ছিলো ওভার লোড। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে ওভারলোডের লরি যেতে হলে নূন্যতম বাইশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়। আর বিকল্প জাতীয় সড়কের ক্ষেত্রে কেন ছাড় ?দুটি সড়কে কি দুই আইন।তবে এলাকাবাসী এই সড়কটি পুনরায় চালু করার জোরালো দাবী রেখেছেন।তবে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি জাতীয় সড়ক খুলা রাখা যায় না।সেইল ট্যাক্স, এম বি আই , ফরেস্ট গেইট না বসিয়ে কিভাবে একটি বিকল্প জাতীয় সড়ক দিয়ে গাড়ি অবাধে চলছে।

আবারো অসম ত্রিপুরা সীমান্তে আটক বাংলাদেশী নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ নভেম্বর।। ফের অসম ত্রিপুরা সীমান্তে অসম পুলিশের হাতে আটক দু'জন বাংলাদেশী নাগরিক।শনিবার রাতে অসমের করিমগঞ্জ জেলার অসম ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের সম্মুখে নাকা চেকিং চলাকালে মাসুম বিল্লা(১৮) ও শেখ বাপ্পি (৩৩) নামে দুজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। এ মর্মে ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, তাদের ওয়াচ পোষ্ট সম্মুখে আট নং জাতীয় সড়কের উপর প্রতিদিনের ন্যায় শনিবারেও যথারীতি পুলিশি চেকিং অব্যাহত ছিল। এমতাবস্তায় ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলা থেকে গুয়াহাটি অভিমুখে যাওয়া এস-০১-এইচসি-৬২৬৯ নম্বরের নৈশ বাস চেক গেইট সম্মুখে পৌছালে পুলিশ কর্মীরা চেক করেন। তখন উক্ত বাসে থাকা দুজন ব্যক্তি পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি।এতে পুলিশের সন্দেহ জাগে এবং তাদের পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে উভয় যাত্রী বাংলাদেশ থেকে আসার কথা অকপটে স্বীকার করে। এবং তারা জানায় তারা বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।ধৃতরা আরও বলে, আখাউড়া সীমান্ত টপকে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে আগরতলা আসে। সেখান থেকে শেরওয়ালী নামক নৈশ্য বাস ধরে গুয়াহাটি যাবার জন্য যাত্রা করে।তাদের গন্তব্য সুদুর পশ্চিমবঙ্গ ছিল বলে জানায় ধৃতরা। যদিও তাদের গন্তব্যে পৌছার পূর্বে অসম পুলিশ তাদের আটক করে। রবিবার ধৃতদের করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়।উল্লেখ্য ধৃত দুজনের মধ্যে শেখ বাপ্পি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ছিল। বিগত সময়ে সে মাসুম বিল্লাকে আনতে বাংলাদেশ পাড়ি দেয়। সেখানে সতেরোদিন থেকে পুনরায় মাসুমকে নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এদিকে ঘন ঘন বাংলাদেশী নাগরিক আটকে শঙ্কিত উভয় রাজ্যের সচেতন নাগরিক।মানুষ সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সম্প্রতি দুটি ঘটনায় অবাদে সীমান্ত পারাপারের বিষয়টি সম্মুখে আসায় এর মুলে কোনো চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না এমন সন্দেহ প্রকট হচ্ছে সাধারণের মনে। তবে এ নিয়ে বিশেষ তদন্তের দাবি উত্থাপন করেছেন উভয় সীমান্তের স্থানীয়রা।

সিপাহীজলায় পুলিশের হাতে আটক দুই বাইক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। পুলিশের হাতে আটক ২ বাইক চোর। বিশালগড় সিপাহী জলা অভয়ারণ্য পার্কের সামনে থেকে পুলিশের হাতে আটক ২ বাইক চোর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার বিকেল ৩.৩০ নাগাদ সিপাহীজলা ফার্স গেইটের সামনে থেকে ২ বাইক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয় বিশালগড় থানার পুলিশ। দিনের পর দিন বিশালগড় সিপাহী জলা সহ নানা জায়গায় চুরি ছিনতাই দিন দিন বেড়েই চলছে। সেই সূত্রপাতকে ধরে বিশালগড় থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয় দাস বিশাল বাহিনী নিয়ে যৌথ অভিযান চালায় সিপাইজলা ফাস্ট গেইট সংলগ্ন এলাকায়। অভিযান চালিয়ে দুই চোর বিল্লাল হোসেন ও জোসেফ আলীকে আটক করেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে চুরির সাথে জড়িত। দিন দুপুরে মানুষের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায় বাইক সহ নগদ টাকা পয়সা। সেই সূত্র ধরেই বিশালগড় থানার পুলিশ ২ কুখ্যাত মাস্টারমাইন্ডকে আটক করতে সক্ষম হয়। তাদেরকে মেডিকেল টেস্ট করানোর জন্য নিয়ে আসা হয় মহকুমা হাসপাতালে। তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে বলে জানান পুলিশ। তাদের সাথে আরো বেশ কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে বলে সূত্রের খবর।

২৪ ঘণ্টায় দেশে একলাফে বাড়ল করোনায় মৃতের সংখ্যা, টিকা পেলেন ১২১ কোটি

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স) : দেড় বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত। এখনও বিদায় নেয়নি মারণ করোনা ভাইরাস। আর তারই মধ্যে এবার মাথাচাড়া দিয়েছে নয়া প্রজাতি ওমিক্রন। অতি শক্তিশালী এই স্ট্রেন নিয়ে উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ব। যা নিয়ে ভারতেও নতুন করে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান নতুন করে চিন্তা বাড়াল। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গত ২৪ ঘণ্টায় একলাফে অনেকটা বৃদ্ধি পেল দেশের মৃতের সংখ্যা।

রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৮ হাজার ৭৭৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা গতকালের তুলনায় সামান্য বেশি। এখনও চিন্তায় রাখছে কেরলের কোভিড গ্রাফ। এদিকে কর্ণাটকের মেডিক্যাল কলেজে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল তিনশোর গণ্ডি। অন্যান্য রাজ্যে অবশ্য রাশ টানা গিয়েছে সংক্রমণে। তবে মারণ ভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে প্রাণ হারালেন ৬২১ জন। যা গতকাল ছিল ৪৬৫। অর্থাৎ এখনও এই ভাইরাস যে মারাত্মক শক্তিশালী, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখনও পর্যন্ত করোনায় দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৫৪ জন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স গতকলা তথা ২৭ নভেম্বর কলকাতা বোটিং ক্লাবে শারদ সুন্দরীর ৯ তম সংস্করণ উপস্থাপন করেছে। "শারদ সুন্দরী" দুর্গাপূজার সময় সবচেয়ে উৎসবমুখর চেহারার মুখের জন্য একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুল প্রতীক্ষিত বার্ষিক কর্মসূচি এবং এই বছর এটি তার ৯তম বছরে চলছে। এই বছর, শ্যাম সুন্দর কো জুয়েলার্স - "খুকুমনি"-এর সাথে অ্যাসোসিয়েশন - "শারদ সুন্দরী ২০২১" উপস্থাপন করেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।